NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ একতার মহাকুম্ভ : নতুন এক যুগের সূচনা, লিখলেন মোদি

এক অসত্য ঘটনা অবলম্বনে ভালোবাসার ছবি অমর সঙ্গী ৮

কলকাতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৫ ফাল্গুন ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.02.2025, Vol.18, Issue No. 258 8 Pages, Price 3.00

ভূতুড়ে ভোটারদের বাংলা দখল করতে দেবেন না

ছাব্বিশের ভোটের দামামা বাজালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এখন থেকেই ছাব্বিশের ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিড়ে ঠাসা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের কর্মিসভার মঞ্চ থেকে, ভোটের প্রস্তুতিতে স্পষ্ট পথনির্দেশিকা দিয়েছেন তিনি। 'ভূতুড়ে ভোটার' যে এবারের ভোটে তাঁর দলের মূল অ্যাজেন্ডা হতে চলেছে সেকথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের বিশেষ বার্তা এবং লড়াই-এর রূপরেখা তৈরি করতেই এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান থেকে বৃহস্পতিবার ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে বিজেপিকে নিশানা করেন মমতা। তিনি বলেন, '২০২৪-এর নির্বাচনে বাংলার মা-মাটি- মানুষ যে রায় আমাদের দিয়েছে, ২৯টা আসন আমাদের দিয়েছে, ৫টা আসন কারচুপি করে হারানো হয়েছে, নাহলে আমরা ৩৪ টা আসন পেতাম। এখন ইলেকশন কমিশনারকে জানেন? এখন টোটালটাই বিজেপির লোক দিয়ে ভরা। এই ইলেকশন কমিশন যতদিন নিরপেক্ষ না হবে ততদিন অবধি আমাদের লড়াই থামবে না। আজ মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে কী করে, দিল্লিতে হারিয়েছে কী করে! ভোটার লিস্টে কারচুপি করে। অনলাইনে দিল্লি থেকে করেছে ইলেকশন কমিশনের অফিসে বসে। এই করে দিল্লিতে হারিয়েছে, মহারাষ্ট্রে হারিয়েছে। আমরা এই খেলাটা ধরে ফেলেছি। ওরা এখন বাংলাকে টার্গেট করেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'বাংলার লোক যাতে ভোট দিতে না পারে, তাই বাইরের লোকের নাম ঢোকানো হচ্ছে। ভোটার কার্ডে বেশ কিছু বাইরের লোকের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'হরিয়ানা, পঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার এসব জায়গা থেকে নাম ঢোকানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের লোকের নাম ঢুকিয়েছে দক্ষিণবঙ্গের তালিকায়। কারণ, আগে মুর্শিদাবাদের ভোট হয়ে যাবে, তারপর তাদের এখানে নিয়ে আসবে।' মমতার সাফ হুঁশিয়ারি, 'বাংলা বহিরাগতের স্বাগত জানায়, কিন্তু বহিরাগতদের বাংলা দখল করতে দেবে না।' দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, 'বুথ কর্মীদের নামান। আমি ১০ দিন সময় দিচ্ছি এগুলো দেখুন। কোনও অনলাইন নয়, ফিল্ড সার্ভে করে নাম ঢোকাতে হবে। ৭ দিনের মধ্যে জেলাস্তরে একটা করে কোর কমিটি আমরা করে দেব। ৩ দিন পর পর কতটা সার্ভে করতে পারলেন সেই রিপোর্ট তৃণমূল ভবনে সুব্রত বক্সীর কাছে পাঠাতে হবে।'

ভোটার লিস্ট সংক্রান্ত একটি রাজ্য স্তরের কমিটি গড়ে দেন নেত্রী। সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বাধীন ওই কমিটিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত বোস, মলয় ঘটক, পার্থ ভৌমিক, উদয়ন গুহ, ফিরহাদ হাকিম, ডেরেক ও'ব্রায়েন, অরূপ বিশ্বাস, মালা রায়, নির্মল চন্দ্র রায়, সামিরুল ইসলাম, বাপি হালদার, পুলক রায়, জগদীশ বসুনিয়া, মোশারেফ হোসেন, মানস ভুঁইয়া, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশ চিক বরাইক, সায়নী ঘোষ-সহ আরও বেশ কয়েকজন নেতানেত্রী থাকবেন।

এদিনের সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'বাংলাকে কলুষিত করার চক্রান্ত করে চলেছে বিজেপি। তেমনই ক্রমাগত বাংলাকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র। ২৬-এ বাংলার মানুষ বিজেপিকে ফের জবাব দেবে।'

আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এদিন লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আগামী বিধানসভা ভোটে ২১৫টা আসন পেতেই হবে। অভিষেক ঠিকই বলেছে। আসন আরও বেশি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ২১৫-র থেকে বেশি আসন পেতে হবে। কোনও ভাবেই এর চেয়ে কম নয়। বিজেপি সিপিএম কংগ্রেসের জামানত জব্দ করতে হবে।'

মমতা অভিষেকের পাশাপাশি এদিন নেতাজি ইন্ডোরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ স্তরের নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূল সূত্রে খবর প্রায় ১৯ হাজার নেতা-কর্মী এই মহা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর বিস্ফোরক অভিযোগের পরেই বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন। ওই অভিযোগের প্রেক্ষিতে কমিশনের তরফে জেলা প্রশাসনকে আরও সতর্ক হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে কোনও অভিযোগ পেলেই তৎক্ষণাৎ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর কমিশন সূত্রে। এদিন রাজ্যের সব জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকেরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সব জেলার এডিএম এবং ইআরও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। একই নম্বরের একাধিক এপিক কার্ডের অভিযোগ ওঠায় প্রতিটি অভিযোগ কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছেও জানানো হয়েছে। ওই কার্ডগুলি নিয়ে তদন্ত করবে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৪ মার্চ সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন নবনিযুক্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারে। সেখানেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

মহাকুম্ভে 'ভুলের' জন্য ক্ষমাপ্রার্থী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: ৪৫ দিন পরে শেষ হয়েছে মহাকুম্ভ। অন্তত ৬৬ কোটি মানুষ আস্থার ডুব দিয়েছেন সঙ্গমে। তবে ৪৫ দিনে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে। আঙুল উঠেছে যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনের দিকে। তবে মহাকুম্ভ শেষ হওয়ার পর মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলে তাঁর বার্তা, এত বড় মাপের অনুষ্ঠান আয়োজন করা মোটেই সহজ নয়। তবে আয়োজনে ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি।

বুধবার শেষ হয়েছে মহাকুম্ভ। তারপর বৃহস্পতিবার মহাকুম্ভ নিয়ে দীর্ঘ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। হিন্দিতে লেখা খোলা চিঠিতে তাঁর মত, 'আমি জানি, এমন বিরাট অনুষ্ঠান আয়োজন করা মোটেই সহজ নয়। মা গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের উপাসনায় যদি কিছু ত্রুটি থেকে যায় তাহলে তাঁরা আমাদের ক্ষমা করুন। পুণ্যার্থীরাও আমার কাছে ভগবান। তাঁদের সেবায় যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি তাঁদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' তবে মহাকুম্ভের মতো বিরাট মাপের অনুষ্ঠান যেভাবে আয়োজন করেছেন যোগী, তার ভূয়সী প্রশংসা উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর লেখায়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে মোদির বার্তা, 'উত্তরপ্রদেশের সাংসদ হিসাবে বলতে পারি, যোগীজির নেতৃত্বে সরকার, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে মিলে এই মহাকুম্ভকে সফল করে তুলেছে।' নতুন প্রজন্ম যেভাবে মহাকুম্ভে অংশ নিয়েছেন, সেই দেখেও অভিভূত প্রধানমন্ত্রী। সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভের বেশ কয়েকটি ছবিও শেয়ার করেছেন নিজের এক্স হ্যান্ডলে।

কাজল-কেষ্টকে একসঙ্গে চলার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরভূমে কাজল শেখকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে অনুব্রত মণ্ডলকে। স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরের সভামঞ্চের নীচে প্রথম সারিতে বসে নেত্রীর বক্তৃতা শুনছিলেন অনুব্রত। বীরভূম জেলা তৃণমূলের সংগঠন নিয়ে কথা বলার সময় মমতা তাঁর উদ্দেশে বলেন, 'কেষ্ট, তোমায় কাজলকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে।' শোনামাত্রই ঘাড় পেতে সায় দেন অনুব্রত। রাজ্য স্তরের নেতাদের নিয়ে ভোটার তালিকা ঠিক করতে একটি কমিটি গঠন করেছেন মমতা। ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণের কাজ করবে এই কমিটি। তবে সেই কমিটিতে বীরভূমের কোনও নেতাকে রাখেননি তিনি। সে কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, 'বীরভূমকে রাখিনি, কারণ সেখানে কোর কমিটি আছে। সকলকে নিয়ে কাজ করবে। কেষ্ট, কাউকে কিন্তু বাদ দেওয়া যাবে না। কাজলকে কনফিডেন্সে নিতে হবে। আশিসদাকে আর শতাব্দীকে মাঝেমাঝে ডেকে নিতে হবে। কাজ সবাই মিলে করবে।'

'অভিবাসী' বিতাড়ন, ফের নিশানায় মোদি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমেরিকা থেকে ভারতীয় 'অভিবাসী'দের বিতড়ন নিয়ে ফের কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিশানা করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলনেত্রীর দাবি, যেভাবে ভারতীয়দের কোমরে শিকল পরিয়ে ভারতে ফেরানো হচ্ছে, সেটা দেশের জন্য অপমানজনক। অথচ কেন্দ্র সরকার কোনওরকম দায়িত্ব নিতে নারাজ। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর দলের সর্বস্তরের কর্মীদের বৈঠকের মঞ্চ থেকে মোদি সরকারকে নিশানা করে তৃণমূলনেত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'এখন আমেরিকায় কী হচ্ছে? কোমরে শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে ভারতীয়দের। লজ্জা করে না, শিকল পরিয়ে ভারতীয়দের অপমান করা হচ্ছে। আপনারা বলতে পারতেন না, যে আপনারা ছাড়ুন আমরা সসম্মানে ফিরিয়ে আনব। যেমনটা কলম্বিয়া করেছে। সম্মানের সঙ্গে নিয়ে আসতে পারতেন। সেই দায়িত্ব তো আপনারা নেননি।'

বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত বিড়ালও

ভোপাল, ২৭ ফেব্রুয়ারি: মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলায় বেশ কিছু বিড়ালের শরীরে ভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু ভাইরাস (ইচ৫এন১)-এর সন্ধান মিলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পশুপালন দপ্তর এবং 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাই সিকিওরিটি অ্যানিম্যাল ডিজিজেস'-এর বিজ্ঞানীরা গত জানুয়ারি মাসে ছিন্দওয়াড়া জেলায় বিড়ালের শরীরে ভাইরাসের খোঁজ পান।

সিবিআই চার্জশিট থেকে বিজেপিতে যোগদান

কর্মিসভা থেকে সব জল্পনার জবাব দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬-এর নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের মেগা সমাবেশ। আর সেখান থেকেই বিজেপিতে যোগদান বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, 'বাজারে রটানো হচ্ছে আমি বিজেপিতে যাব। আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি কখনই বেইমান নই।'

সেইসঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন অভিষেক । তাঁর কথায়, 'বিধানসভা নির্বাচনে দুই,তৃতীয়াংশ ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস। তার মানে ১৯৫ থেকে ২০০ আসন। কিন্তু আমি বলছি, সেটা ছাপিয়ে ২১৫ আসনের বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেস ।' এখান থেকে স্পষ্ট যে, ২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বাংলায় আসতে চলেছে ঘাসফুল ।

পাশাপাশি, তৃণমূলের মেগা সমাবেশ থেকে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম আসা নিয়ে মুখ খোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বলেছেন, 'সিবিআই একটা ২৮ পাতার চার্জশিট জমা দিয়েছে। তাতে দু'জায়গায় আমার নাম লিখেছে। কিন্তু অভিষেক ব্যানার্জি কে? এমএলএ না এমপি? কোথায় থাকে, কার ছেলে, কী করে, কিছু লেখেনি। বিজেপি যেমন ভাববাচ্যে কথা বলে, তেমন সিবিআইও ভাববাচ্যে কথা বলেছে। আদালতে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিলে, ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করব।' এছাড়াও বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় কর্মীদের বিশেষ বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'আই প্যাক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের সর্বস্তরের নেতাদের বৈঠক। তাতে রাজ্য থেকে বুথ-সর্বস্তরের নেতা উপস্থিত। সেই মঞ্চ থেকে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে আইপ্যাকের ভূমিকা নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করলেন। মমতা স্পষ্ট করে দিলেন, 'আই প্যাকের কথা শুনতে হবে নেতাদের। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।' একই সঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা, 'আই প্যাক সম্পর্কে উলটোপালটা বলা চলবে না।' ইদানিং আইপ্যাক নিয়ে তৃণমূল নেতাদের অসন্তোষ বারবার প্রকাশ্যে এসেছে। বিশেষ করে দলের কিছু সিনিয়র নেতা আই প্যাকের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। শোনা যায়, দলের অন্দরে আইপ্যাক নিয়ে অভিযোগের সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান। এমনকী অতীতে নেত্রীকেও বলতে শোনা গিয়েছে, 'প্যাক ফ্যাক মানি না।' বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সেসময় নেত্রী যে আইপ্যাকের কথা বলেছিলেন, সেটা প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাক। কিন্তু এই আইপ্যাক প্রতীক জৈনের। 'নতুন টিমে'র সঙ্গে কাজ করতে বিশেষ অসুবিধা তাঁর নেই। বৃহস্পতিবার দলীয় কর্মীদের সামনে সেটাই স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। মমতা বুঝিয়ে দিলেন, তৃণমূল স্তরে সমীক্ষার জন্য একটি এজেন্সির প্রয়োজন তৃণমূলের। সেই এজেন্সি প্রতীক জৈনের আইপ্যাক। তাই তাঁদের নামে উলটোপালটা না বলে সহযোগিতা করতে হবে। এদিন ইন্ডোরের সভায় মমতা আই প্যাককেও নিজের করে নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তিনি যেমন বলেন, আমার এমপি, আমার এমএলএ, আমার ছাত্রযুব, আমার জেলা সভাপতিরা, সেই তালিকায় এবার 'আমার আইপ্যাক' বলেও উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ্যে এভাবে এই এজেন্সিকে দলের অংশ হিসাবে দেখানোটা এই প্রথম। মমতা ভাষণের সময়ও এদিন বলেন, 'বিজেপির যদি পঞ্চাশটা এজেন্সি থাকে আমাদের তো একটা থাকবে। তারা ফিল্ড সার্ভে করবেন। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।' তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'পিকের আইপ্যাক এটা নয়, এটা একটা নতুন টিম। সবাইকে কো-অপারেশন করতে হবে। এদের নামে উল্টোপাল্টা কথা বন্ধ করুন।'

পানাগড়কাণ্ড: গ্রেপ্তার সাদা গাড়ির চালক বাবলু যাদব

সুজিত ভট্টাচার্য • কাঁকসা

পানাগড়কাণ্ডে চার দিনের মাথায় গ্রেপ্তার করা হল সেই সাদা গাড়ির চালক বাবলু যাদবকে। আসানসোলের নিঘা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাবলুকে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানায় নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি অভিষেক গুপ্ত কাঁকসা থানায় প্রবেশ করার সময় বলেন, 'বাবলু যাদবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে দুর্গাপুর আদালতে হাজির করানো হবে। তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে বাবলু যাদবকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হতে পারে। রবিবার মাঝ রাতে দুটি গাড়ির রেষারেষিতে মৃত্যু হয় চন্দননগরের যুবতী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়। যুবতীর পরিবার ও তার গাড়িতে থাকা সঙ্গীরা অভিযোগ তোলে পানাগড়ের পাঁচ জন যুবক তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে কটূক্তি করতে থাকে সেই কটূক্তি থেকে বাঁচতে গিয়ে ভুল পথে ঢুকে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় তাদের। পানাগড় বাজারের রাইসমিল রোডে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার। এরপর সোমবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সিপি সুনীল কুমার চৌধুরী সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে ইভটিজিং-এর মত কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই দাবি করেন। পুলিশ দাবি করে, রাস্তায় দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হওয়ার পর শুরু হয় রেষারেষি। এরপরই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান চন্দননগরের ওই যুবতী। সুতন্দ্রার মৃত্যুকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। স্থানীয় বাসিন্দারা থেকে শুরু করে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি। দুর্ঘটনায় যুক্ত থাকা গাড়ির মালিক পানাগড়ের বাসিন্দা বাবলু যাদবকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পর অবশেষে বাবলু যাদবকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশ্যাল টিম। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে অন্ডাল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অন্যদিকে, চন্দননগরের যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার কাঁকসা থানায় আসে ফরেনসিকের একটি দল। ছয় সদস্যের একটি দল এদিন কাঁকসা থানায় মৃত যুবতীর গাড়ি ও বাবলু যাদবের সাদা গাড়িটির ছবি তুলে, নমুনা সংগ্রহ করার পাশাপাশি তারা দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন এবং সেখান থেকেও বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। বাবলু যাদবের পক্ষের আইনজীবী সজল সাহা জানিয়েছেন, বাবলু যাদবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ ওঠে সেগুলি মিথ্যা অভিযোগ ছিল। ইভটিজিং-এর মত কোনো ঘটনা ঘটেনি। রেষারেষির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। শুক্রবার বাবলু যাদবকে মহকুমা আদালতে পেশ করার সময় তারা জামিনের আবেদন জানাবেন। তিনি জানিয়েছেন বাবলু যাদবের বিরুদ্ধে ১০৫ ধারায় মামলা করা হয়েছে। যা অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা। তার সাথে ১২৫ (এ) অর্থাৎ বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালানো মামলা দেওয়া হয়েছে। এর সাথে ২৮১ এবং ৩২৪ (৪) ধারা দেওয়া হয়েছে।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

রবি সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি অর্ধেক আকাশ

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Rajkumar Das S/o. Ananta Das ও Rajkumar Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে Sahadev Malik S/o. Manasa Malik ও Khokan Duley S/o. Manasaram Duley সাং বাসুদেবপুর (নিয়ার অশোকা সিনেমা), ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Tridibesh Mukherjee S/o. Sibprasad Mukherjee R/o. 72/A, Hanseswari Road, Bansberia, Magra, Hooghly-712502, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Ayushman Mukherjee ও Ayusman Mukherjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৬৩০ নং এফিডেভিট বলে Purnendu Pramanick S/o. Sakti Prasad Pramanick ও Purnendu Paramanick S/o. S. P. Paramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৮১৫ নং এফিডেভিট বলে Kartick Chandra Pal ও Kartick Pal S/o. Haradhan Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭২৪ নং এফিডেভিট বলে Omar Faruk Sekh S/o. Abdul Hafiz Sekh ও Sk. Omar Faruk S/o. A. Hafiz সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৪১ নং এফিডেভিট বলে Partha Sarathi Pal S/o. Paresh Chandra Pal ও Partha Pal S/o. P. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

রাজ্যপাল সম্মানিত
রাজজ্যোতিষী
ইন্দ্রনীল মুখার্জ্জী
Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ১৫ই ফাল্গুন। শুক্র বার। অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত ৬/৫৬ পর্যন্ত। পরে শুক্লপক্ষ প্রতিপদ তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, দিবা ২/৫৮ র পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি: পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত সকাল ৬/৫৬ পর্যন্ত, পরে প্রতিপদ তিথি মুহূর্ত।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭২৩ নং এফিডেভিট বলে Bijay Dey S/o. Manik Chandra Dey ও Bijay De S/o. P. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Ghosh (old name) S/o. Shyam Sundar Ghosh, R/o. 85, Hossain Goli, Near Chinsurah Head Post Office, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Swarup Sundar Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Swarup Ghosh & Swarup Sundar Ghosh S/o. Shyam Sundar Ghosh, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Soumya Ghosh.

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৬৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Nasira Bibi W/o. Sk Billal R/o. Muragari, Somra, Balagarh, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Sania Khatun ও Shaikh Sania Khatun Billal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৫১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Riju Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Gour Chandra Ghosh ও Gour Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Chhaleyar Mandal, W/O. Israfil Mandal, সাং উত্তর যাত্রাপুর, পোঃ-যাত্রাপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১০২, পঃ বঃ, ইংরাজী-৩০.১২.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ১৪৯৯২ নং এফিডেভিটবলে আমি Chhaleyar Mandal, W/O. Israfil Mandal ও Salehar Bibi, W/O. Israkin একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি এম.ডি আবুল কাশেম মন্ডল। আমার পুরোনো পাসপোর্টে নাম আছে এম.ডি. আবুল কাশেম মন্ডল আছে। ৬-২-২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক কৃষ্ণনগরের এফিডেভিটে আমি আবুল কাশেম মন্ডল ও এম.ডি আবুল কাশেম মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। গ্রাম নাগাদী পোষ্ট ধুবীনাগাদী থানা- নাকাশি পাড়া জেলা নদীয়া পঃ বঃ।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী গনেশ দীগ ওরফে গনেশ চন্দ্র দীগ, পিতা ৺কানাইলাল দীগ, ২) শ্রী রাজু দীগ, পিতা শ্রী উদয় দীগ ওরফে উদয় চন্দ্র দীগ, উভয়ের সাকিম মল্লিকহাটি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, বিগত ইং ০৪/০৬/২০১৯ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-171/2019 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী গোষ্ট ধাড়া, পিতা ৺যতীন্দ্র নাথ ধাড়া, সকিম মালিয়াপাড়া, ভদ্রেশ্বর মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ১৬/০৮/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে (২৮৬৭/২০১৯) দলিল মূলে শ্রীমতী পারুল রায়, পিতা ৺আনন্দ কুমার রায়, সাকিম ঘুঙ্গির খাল দক্ষিণ, ভদ্রেশ্বর, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল-জেলা হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা- দিগড়া মল্লিকহাটি, জে.এল. -২১৯, হাল এল.আর. ১২৬৯ ও ১২৬৮ খতিয়ানে বিক্রয়কৃত ২৮৬৭/২০১৯ নং দলিল মূলে এল.আর. ১৫৫২ নং দাগে ৬০ শতক কলা বাগান-এর মধ্যে ১ কাঠা ৮ ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়কৃত হইতাছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমি শ্রীমতী পারুল রায়, পিতা ৺আনন্দ কুমার রায় নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

জগন্নাথ কোলে
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

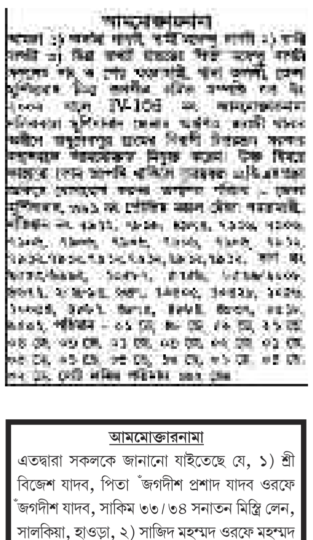

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) শ্রী বিজেশ যাদব, পিতা ৺জগদীশ প্রশাদ যাদব ওরফে ৺জগদীশ যাদব, সাকিম ৩৩/৩৪ সনাতন মিস্ত্রি লেন, সালকিয়া, হাওড়া, ২) সাজিদ মহম্মদ ওরফে মহম্মদ সাজিদ, পিতা ৺রফিকুল মহম্মদ ওরফে ৺মহম্মদ রফিকুল, সাকিম ১৪ মাদার তলা লেন, গোলাবাড়ি, হাওড়া বিগত ইং ১০/০৪/২০১৯ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-132/2019 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী গোষ্ট ধাড়া, পিতা ৺যতীন্দ্র নাথ ধাড়া, সকিম মালিয়াপাড়া, ভদ্রেশ্বর মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ২৬/০৭/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে (২০৩১/২০২১) দলিল মূলে গীতাঞ্জলি কুমার (রাম) স্বামী শ্রী সুনীল কুমার, সাকিম ঘুঙ্গির খাল, পোঃ ও থানা- ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল-জেলা হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা- দিগড়া মল্লিকহাটি, জে.এল. -২১৯, হাল এল.আর. ১৪৬৩ ও ১৪৫৭ খতিয়ানে বিক্রয়কৃত (২০৩১/ ২০২১) নং দলিল মূলে এল.আর. ১৩৭৭ নং দাগে ১৮ শতক কলা বাগান-এর মধ্যে ১ কাঠা ১২ ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়কৃত হইতাছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমি গীতাঞ্জলি কুমার (রাম) স্বামী শ্রী সুনীল কুমার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

জগন্নাথ কোলে
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি’ অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

জগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটির প্রথম বৈঠক নবান্নে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় নির্মীয়মাণ জগন্নাথ মন্দির পরিচালনার জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ২৭ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে ইসকন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, দিঘার মাসির বাড়ি, কালীঘাট মন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানের একজন করে সদস্যকে রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে এই কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। মন্দিরের উদ্বোধন সহ অন্যান্য বিষয় এদিনের বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে বলে জানা গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কমিটির সদস্যরা বৈঠকে যোগ দেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দ্বৈতাপতি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। ছিলেন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সৈকত সুন্দরী দিঘায় গড়ে ওঠা জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। যেটুকু কাজ বাকি আছে দ্রুত গতিতে তা শেষ করার তৎপরতা চলছে। জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল থেকে মন্দির চত্বরে শুরু হবে যজ্ঞ। বাংলার আপামর মানুষ অপেক্ষার প্রহর গুনছেন।

আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী আলুর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণার পর রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে শুধু আলুই নয় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে এবং সাধারণ মানুষকে শাক-সবজির আকাশছোঁয়া দাম থেকে রেহাই দিতে পেঁয়াজ, টোম্যাটো-সহ বিভিন্ন আনাজ তাঁদের থেকে সরাসরি কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকার নিয়ন্ত্রিত বিক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে তা রাজ্য জুড়ে বিক্রি করা হবে। এজন্য আলুর মতো ওই সব ফসলেরও সহায়ক মূল্য স্থির করা হচ্ছে বলে কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

ওই দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ১ মার্চ থেকে চাষিদের কাছ থেকে জ্যোতি আলু কেনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট ১২টি জেলায় ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই পর্ব চলবে। পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর থেকে মোট ১১ লক্ষ টন আলু সংগ্রহ করা হবে। একজন কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ ক্যুইন্টাল আলু কেনা হবে। প্রতি কুইন্টাল আলুর দাম দেওয়া হবে ৯০০ টাকা। হিমঘর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনবে সরকার। হিমঘর মালিকদের সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। আলুর অতিরিক্ত ফলনের প্রেক্ষিতে চাষীদের অভাবী বিক্রি রুখতে এই পদক্ষেপ। এদিকে প্রশাসনিক সূত্রের খবর, কৃষি বিপণন দফতরের অধীনে রাজ্যে সংখ্যায় বেড়ে ৯০টি ‘রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি’ (আরএমসি) আনাজ কিনবে। জেলা স্তরে আরএমসি-গুলি জেলাশাসকদের অধীনে। ঠিক হয়েছে, গোটা বছর ধরে প্রায় ৫০০০ টন আলু কৃষকদের থেকে কেনা হবে। রাজ্যে এখন ৭০-৮০ ক্যুইন্টাল রবি-সুখসাগর পেঁয়াজ উৎপাদিত হয়। ক্যুইন্টাল ২২৫০ টাকা দামে তা কিনে নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হলদিবাড়িতে উৎপাদিত প্রায় ২০০০ কেজি টম্যাটো ক্যুইন্টালে ৭০০-৮০০ টাকায় কেনার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

হারিয়ে যাওয়া ৫৬টি মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর একটা বেসরকারি হলে অনুষ্ঠিত হলো পুলিশের ফিরে পাওয়া কর্মসূচি। বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মোবাইলের আসল মালিকরা। তদন্তে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রায় ৫৬টি মোবাইল উদ্ধার করে মোবাইল মালিকদের হাতে ফেরত দিল পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। এছাড়াও যারা সাইবার প্রতারণায় প্রতারিত হয়ে টাকা খুইয়ে ছিলেন বৃহস্পতিবার মোট ১৬ জনকে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৪৩৮ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পাণ্ডবেশ্বর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মানব ঘোষ, এসআই সঞ্জয় ঘোষ, পাণ্ডবেশ্বর সাব- ট্র্যাফিক আধিকারিক বিশ্বজিৎ কুন্ডু সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও টাকা ফেরত পেয়ে খুশি এলাকার মানুষজন ।

রাজ্যপালের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু ‘পূর্বোদয় সাহিত্য উৎসব-২০২৫’

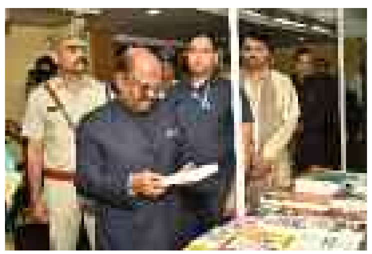

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হল ‘পূর্বোদয় সাহিত্য উৎসব ২০২৫’। উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ (আই.এস.সি.এস)। একইসঙ্গে এই উদ্যোগে হাত মিলিয়েছিল আরও বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ভারতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপনে এই উৎসব চলবে মার্চের প্রথম দিক পর্যন্ত। উৎসবের একটি প্রধান আকর্ষণ হল পূর্বোদয় সাহিত্য উৎকর্ষ পুরস্কার’২৫, যা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য প্রখ্যাত লেখক অমিত চৌধুরীকে প্রদান করা হবে। এই অনুষ্ঠানে ছয়টি রাজ্য থেকে দুই লক্ষেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকেও স্বাগত জানানো হবে।

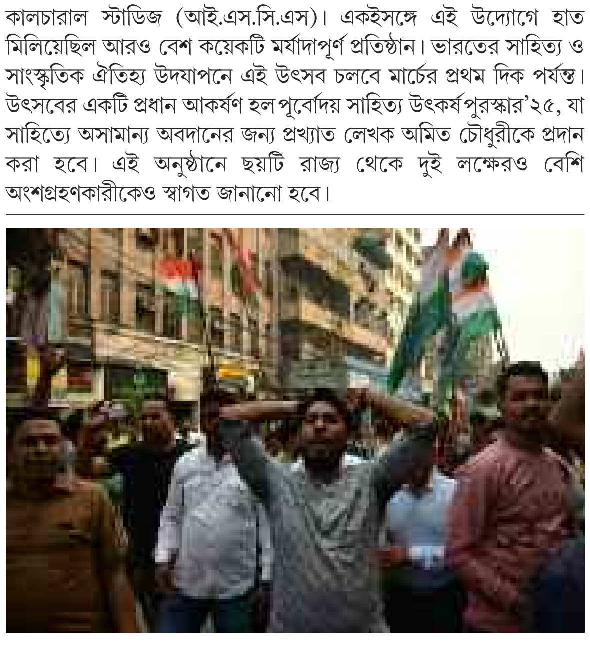

আইনশৃঙ্খলা অবনতির প্রতিবাদে কংগ্রেসের লালবাজার অভিযান।

চলছে পদ্মবিল ভরাটের কাজ, উদাসীন ভাটপাড়া পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন ভাটপাড়া: পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নাগবাগান রোড এলাকায় জোরকদমে জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। রাতের অন্ধকারে বাসিন্দাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মিনি ট্রাকে করে ময়লা-আবর্জনা এনে ওই জলাভূমি ভরাটের কাজ চলছে বলে অভিযোগ। যদিও এই জলাভূমি ‘পদ্মবিল’ নামেই পরিচিত। ইতিহাস বলছে, ওপার বাংলা থেকে তাড়া খেয়ে মানুষজন এসে ওই বিলের পাশে বসতি শুরু করে। তাঁরা প্রথমদিকে ওখানে ধান চাষ করতো। প্রচুর পরিমানে ওই বিলে ‘পদ্ম’ ফলত। তাই কালক্রমে ওই জলাভূমি ‘পদ্মবিল’ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পরবর্তীতে পদ্মবিল সংস্কার করে ভেরি কেটে মাছ চাষ শুরু করে স্থানীয়রা। বর্তমানে মজে যাওয়া সেই বিলটির একাংশ এবার জমি মাফিয়াদের গ্রাসে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে একটা অসাধু চক্র ওই বিলের অংশ ভরাট করে চলেছে। রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলে জোরকদমে ভরাটের কাজ চলছে। যদিও প্রানের ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস দেখাচ্ছেন না বাসিন্দারা। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর থেকে শালি জমি বাস্তু জমিতে আদৌ রূপান্তরিত হয়েছে কিনা, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার অফিস সম্পাদক প্রণব মন্ডল জানান, ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজন পদ্মবিলে চাষাবাদ করতো। সেই পদ্মবিলের একটা অংশ ভরাট চলছে। যদিও ওটা শালি জমি। তাঁর অভিযোগ, ভরাট হতে হতে পদ্মবিলের অস্তিত্ব প্রায় উধাও হতে চলেছে। তাঁর দাবি, রাহুতা-২ নম্বর পঞ্চায়েতের অধীনে থাকাকালীন পদ্মবিলে ধান চাষ হত। পদ্মফুলও ফুটতো। পুর অঞ্চলের জল নিকাশি নালার মাধ্যমে এই বিলে এসে পড়তো। ঝাউতলা খালের মাধ্যমে সেই জল বর্তিবিলে যেত। কিন্তু অতিমাত্রায় পদ্মবিলে নোংরা জল আসতেই চাষাবাদ লাটে ওঠে। পরবর্তীতে ভেরি কেটে সেখানে শুরু হয় মাছ চাষ। তাঁর অভিযোগ, পালদের পদ্মবিলে থাকা ৫৮ কাঠা শরিকি জমি এখন ভরাট করা হচ্ছে। প্রণব বাবুর জানান, শালি জমির চরিত্র বদল করে ভরাট করা যায়। কিন্তু গুড়দহ মৌজা ১৯৫৫-৫৬ সালে আর এস রেকর্ড হয়েছিল। দু’বছর ধরে এল আর চলছে। তাঁর দাবি, গুড়দহ মৌজার অধীনে থাকা পদ্মবিলের এই জমির চরিত্র এখনও পরিবর্তন হয়নি। তাঁর অভিযোগ, রাতের আঁধারে পদ্মবিলের একটা অংশ ভরাটের কাজ চলছে। সেটা স্থানীয় কাউন্সিলর ও প্রশাসন সবাই জানে। পদ্মবিল ভরাট নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার জোরের সঙ্গে দাবি করেন, তাঁর ওয়ার্ডে কোথাও পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট হয়নি। কিন্তু একটা শালি জমিতে মাটি পড়ছে। কাগজে কলমে ওটা জলাশয় নয়। রেকর্ড বলছে ওটা শালি জমি।

দলিত সাহিত্য উৎসবে নতুন প্রতিভা অন্বেষণ

অরিজিৎ চক্রবর্তী

দলিত প্রতিভা অন্বেষণে তিনদিনের দলিত সাহিত্য উৎসব আগামীকাল শেষ হচ্ছে। বুধবার কলকাতার বাংলা একাডেমিতে এর সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। রাজ্য দলিত সাহিত্য একাডেমি এই উৎসবের আয়োজন করে। উদ্বোধনী ভাষণে মমতাবালা দলিত সমাজের প্রতিভা অন্বেষণে এই সাহিত্য উৎসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই প্রয়াসে একাডেমির ভূমিকারও তিনি প্রশংসা করেন। দলিত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ডা. বি আর আম্বেদকরের অবদানকে মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ‘আগামী প্রজন্মকে তার থেকে শিক্ষা নিয়ে দলিত সমাজকে বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’ দলিত সমাজের উন্নয়নে রাজ্যে মাতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ, নম শূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ এবং রাজবংশী একাডেমি সহ নানন কর্মকাণ্ডের কথা তিনি তুলে ধরেন। একাডেমির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা দলিত সাহিত্য প্রতিভা খুঁজে আনা সম্ভব হবে বলে তাঁর অভিমত।

একাডেমির সভাপতি ও বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী বলেন, দলিত সম্প্রদায়ের জন্য এই ধরনের সংস্থা দেশের মধ্যে প্রথম। দলিতদের জীবন সংগ্রামের কথা তাদের লেখনীর মাধ্যমে যা ফুটে উঠেছে তা এই সাহিত্য উৎসবে স্থান পেয়েছে। দলিত সমাজকে আরও সংগঠিত ও সচেতন করতে তিনি বিজ্ঞানমুখী ও বাস্তববাদী হওয়ার পরামর্শ দেন। রাজ্যের কোনও জায়গায় দলিত সাহিত্য গ্রন্থাগার তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলে একাডেমি সাহায্য করবে বলেও সভাপতি আশ্বাস দেন। তিনি দলিত প্রণম্য যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের মূর্তি স্থাপন বা তাঁর নামে রাস্তার নামকরণের দাবি জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একাডেমির সদস্য মনোহর মৌলি বিশ্বাস, বঙ্কিম বিশ্বাস, পঞ্চানন দাস ও রাজবংশী লেখক কমলেশ সরকার ভাষণ দেন।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত এই উৎসবে দলিত সাহিত্যের চর্চা ও প্রসারে ৭০টি দলিত পত্র-পত্রিকা, ২৫০জন দলিত কবি-সাহিত্যিক যোগ দেন। যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের ওপর ‘আধার রাতের তারা’ শীর্ষক এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছিল আলোচনা, গল্প ও কবিতা পাঠের আসর।

সিবিআইয়ের তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে নাম ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্সেরও’

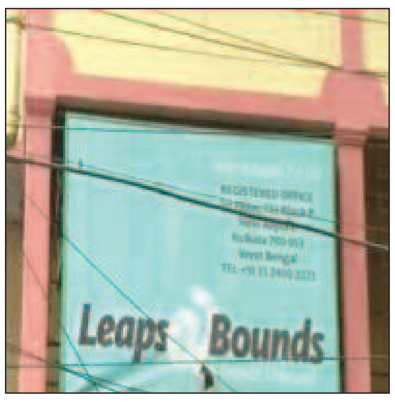

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু ‘জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নয়, সিবিআইয়ের তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে নাম রয়েছে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্সের’। সিবিআই-এর দাবি, এই কোম্পানির রিসেপশনিস্টের ইমেলে পৌঁছেছিল ১৫৭ জন অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর তালিকা। সেই তালিকা পাঠানো হয় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকুর’ ইমেলে।

চার্জশিটের ১৪ নম্বরে সিবিআই উল্লেখ করেছে ‘লিপস এন্ড বাউন্ডস সংস্থার’ নিউ আলিপুরের অফিস ও বেহালায় নিজের বাড়িতে বসেই বেআইনি নিয়োগের ঘুষের টাকা নিতেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সাব এজেন্টদের থেকে কবে কত টাকা পেতেন তা আবার ডায়েরিতে লিখে রাখতেন সুজয়কৃষ্ণ, এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআইয়ের। এর পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্তে নেমে গোয়েন্দা আধিকারিকরা এও জানতে পেরেছেন, তদন্ত শুরু হতেই সব ডায়েরি নষ্ট করেন সুজয়কৃষ্ণ। এদিকে ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের’ রিসেপশনিস্টের কাজ করতেন সুস্মিতা চক্রবর্তী। চার্জশিটে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, এই মহিলারই ইমেলে পৌঁছেছিল ১৫৭ অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীর তালিকা। সেই তালিকা সুজয়ের ইমেলে পাঠানো হয়। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই মামলা শুরু করতেই ইমেল আইডি ডিলিট করেন তিনি। নিজের ছাড়াও সুজয় ঘনিষ্ঠ নিখিল হাতির মেল আইডিও ডিলিট করান সুজয়কৃষ্ণ। পাশাপাশি অন্য দুই এজেন্টের ফোন নষ্ট করানো হয়। তবে এতো কিছু করেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি, সেই তালিকা চলে হাতে পেয়ে যান তদন্তকারীরা। তবে এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফ থেকে এও দাবি করা হয়েছে, ইমেল আইডি ডিলিট করায় অনেক গুরুত্ব তথ্য হাতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। চার্জশিটে সিবিআই দাবি করেছে, ২০১৪ সালে নিজের এজেন্ট মারফত প্রাথমিকের ১৫৭ জন অযোগ্য প্রার্থীর তালিকা সুজয়কৃষ্ণর কাছে ইমেল করিয়েছিলেন অরুণ হাজরা ওরফে ‘চিনু-দা’। এই ১৫৭ জনের মধ্যে ৫১ জন অযোগ্যে প্রাথমিকে চাকরিও হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অরুণ হাজরার এজেন্টরাও ডায়েরিতে ঘুষের টাকা সংগ্রহের হিসেব দিনক্ষণ উল্লেখ করে লিখে রাখতেন। টাকা পাওয়ার পর তাতে সই করতেন অরুণ হাজরা। এরকম ১০টি ডায়েরি বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই।

তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনে চরম বিশৃঙ্খলা, হাত কাটল মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার বিশৃঙ্খলা দেখা যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয়েছে তাতে নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যা ধারণ ক্ষমতা তার তুলনায় বেশি নেতা কর্মী পৌঁছে যান সেখানে। তার ফলে গেট খোলার পর থেকেই স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য তুমুল ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। তা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে কাঁচে হাত কেটে গিয়েছে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর। এরপরই তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে।

নেতাজি ইনডোরের ফ্লোর ও স্টেডিয়াম মিলিয়ে মোট ১৪ হাজার নেতা কর্মীর বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এদিকে সূত্রে খবর, আমন্ত্রিত নেতা কর্মীদের জন্য গত মঙ্গলবার কার্ড ছাপতে যায়। তা হাতে আসে বুধবার। সেই কার্ড জেলাতেও পাঠানো হয়। মোটামুটি ভাবে একটা ফর্মুলা করে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ জেলা, ব্লক, অঞ্চল থেকে কোন স্তর পর্যন্ত কর্মীদের ডাকা হবে। কিন্তু অনেকের ধারণা তার চেয়ে বেশি কর্মী এসে পৌঁছেছেন। যদিও আমন্ত্রণপত্র বা কার্ড ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তারপরেও দেখা যায়, অনেকে অভিযোগ করেছেন যে তাঁরা কার্ড পাননি। এই অবস্থায় ১১ টায় গেট খুলতে না খুলতেই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। যা সামলাতে নাজেহাল হয়ে যান দলের স্বেচ্ছাসেবকরা। পুলিশও হিমসিম খেয়ে যায়। এরই মধ্যে নেতাজি ইনডোরের দরজার কাঁচ ভেঙে যায়। তাই হাত কাটে মন্ত্রীর। আরও কয়েক জনের হাত কেটেছে বলে জানা গিয়েছে। মাটিতে রক্তের ফোঁটা পড়ে থাকতেও দেখা গিয়েছে।

ক্যানিংয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠল জমি দখলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিংয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠল জমি দখলের অভিযোগ। আর এই ঘটনায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল এক আইনজীবীকে। তাঁর দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওই এলাকায় জমি দখল করে গায়ের জোরে পার্টি অফিস করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। বাধা দিতে গেলে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এখানেই শেষ নয়, আইনজীবী একইসঙ্গে এও দাবি করেন, তৃণমূলের নেতৃত্বের এই হুমকির জেরে আপাতত ঘর ছাড়া তাঁরা। এতটাই ভীত ও সন্ত্রস্ত যে ফিরতেই পারছেন না বাড়িতে। বাধ্য হয়ে ক্যানিং ছেড়ে বাসন্তীতে থাকছেন পরিবার নিয়ে। এই নিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আগামীকাল শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এর আগেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। জাতীয় সড়কের জন্য নেওয়া জমি দখল করে তৈরি হয়েছে পাকা বিল্ডিং। সেই অভিযোগ সামনে আসার পরও সে সব সরাতে ব্যর্থ হয় পূর্ত দপ্তর। এমনকী তৃণমূলের দলীয় কার্য্যালয় পর্যন্ত রয়েছে এমনই একটি দখল করা জমিতে। এই অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাও হাইকোর্টে ওঠে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এজলাসে শুনানি হয় গত বছর। সব দখলদারি সরানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি। হিডকোর জমি দখল করে তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়েছে, এমন অভিযোগও উঠেছে। সে মামলাটিও আদালত পর্যন্তই গড়ায়। তবে, এই নিয়ে দলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ, মেট্রো পরিষেবা বৃদ্ধির দাবিতে জনস্বার্থ মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত ৯টা ৪০ মিনিটের পর দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত পাঁচ মিনিট অন্তর আরও চারটি মেট্রো পরিষেবার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। তবে ওই মামলায় আপাতত হস্তক্ষেপই করল না হাইকোর্ট। বরং মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারীর দাবি, রাত ৯টা ৪০ মিনিটের পর এক ঘণ্টায় দুটি মেট্রো চালানো হচ্ছে। ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে বেশ সমস্যার মুখে পড়েন যাত্রীরা। সেই সময়ে মেট্রোর সংখ্যা বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। কমপক্ষে চারটি মেট্রো চালানোর দাবি জানিয়েছেন আবেদনকারীরা। কেন্দ্রের আইনজীবী অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তীর দাবি, সিগন্যালিংয়ে কর্মরত কর্মীদের শিফট, মেট্রো কোচের সংখ্যা ও পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের শিফটিংয়ের সমস্যায় ওই দাবি মানা সম্ভব নয়। একথা শোনার পর প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম হস্তক্ষেপই করতে চাননি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, এ বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে বিচারপতির আরও পর্যবেক্ষণ, যাত্রীদের কথা ভেবে মেট্রোকে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রতিদিন সকাল ৬ টা ৫০ মিনিট থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং কবি সুভাষ, দুটি প্রান্তিক স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো ছাড়ে। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে ছাড়ে শেষ মেট্রো। রাত সাড়ে দশটায় একটি বিশেষ মেট্রো ছাড়ে। প্রায় ৫০ মিনিটের ব্যবধান হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা।

ট্যাংরাকাণ্ডে বিস্ফোরক তথ্য দে-পরিবারের নাবালক সদস্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাংরার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সামনে এল আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। এরই মধ্যে বিরাট বয়ান দিল ওই পরিবারেরই এক নাবালক সদস্য। রাজ্য শিশু কমিশনের সদস্যদের সে জানায়, শ্বাসরোধ করে খুন করার চেষ্টা হয় তাঁকে। মৃতের অভিনয় করে পড়েছিল! আর তাঁকে খুনের চেষ্টা করে কাকা প্রসূন দে। পুলিশি জেরায় এর আগে প্রণয় দে দাবি করেছিলেন, তাঁর ভাই-ই খুন করেছে। এখন তাঁর ছেলেও একই কথা বলল। ঘটনার দিন ঠিক কী হয়েছিল তা তাঁর কাছে জানতে চায় রাজ্য শিশু কমিশনের দুই সদস্য। এই দুই সদস্যের কাছে দে পরিবারের নাবালক সদস্য প্রতীপ দে জানায়, ‘যোগা এবং জিম করার ফলে ঘুমের ওষুধ মেশানো পায়েস খেয়ে কিছুই হয়নি আমার। মরার ভান করে শ্বাস আটকে মৃতের অভিনয় করেছিলাম। এরপর কাকা বালিশ চাপা দিয়ে আমাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার চেষ্টা করে। আমি বেশ কিছুক্ষণ শ্বাস আটকে রেখেছিলাম।’ সে এও জানিয়েছে, তাঁর মা-কাকিমাও বাধা দিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু প্রসূন তাঁদেরও খুন করে। এর পাশাপাশি প্রতীপ এও জানায়, ‘কাকা আর বাবা ছাদে আত্মহত্যা করতে চলে গেছিল। আমি দোতলায় উঠে দেখি, মা-কাকিমা এবং বোন মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তাঁরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁদের খুন করা হয়।’ সে জানিয়েছে, আগেই আত্মহত্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল বাবা-কাকার। তখন নাকি তাঁর কাকা বলেছিলেন, মৃত্যু ছাড়া আর কোনও উপায় নেই! তবে সে কিছু বলার চেষ্টা করলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

এসব শোনার পর শিশু সুরক্ষা কমিশন নাবালককে হোমে পাঠাতে চায় না। প্রসূনের শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে নাবালককে রাখতে চায় তাঁরা। বৃহস্পতিবারই তাঁদের সঙ্গে কমিশন কথা বলবে। সরকারি স্কিমে এই নাবালক সাবালক হওয়া পর্যন্ত মাসে মাসে মাসোহারা পাবে। তবে তাঁরা এই দায়িত্ব নিতে রাজি না হলে অন্য পরিবারের খোঁজ করা হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিয়ম্বদার শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। দেখে মনে হচ্ছে, তাঁকে জোর করে ঘুমের ওষুধ মেশানো খাবার খাওয়ানো হয়েছিল। কিশোর প্রতীপও দাবি করেছিল, সে কিছুতেই পায়েস খেতে চাইছিল না, কারণ সে বাবা-কাকার পরিকল্পনার কথা জেনে গিয়েছিল। এরপর তাকে মারধর করে জোর করে খাওয়ানো হয়। এদিকে ময়নাতদন্ত বলছে, রোমি এবং সুদেষ্ণার মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে। তদন্তকারীদের মতে, ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের হাতের শিরা ও গলার নলি কেটে দেওয়া হয়। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী প্রসূন একাই নাকি তাঁর দাদাও, তা নিশ্চিত করতে আরও তদন্ত চলছে।

সারদা কর্তার বিরুদ্ধে কত মামলা পেন্ডিং, জানতে চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের বিরুদ্ধে কতগুলি মামলা এখনও পেন্ডিং আছে তা বৃহস্পতিবার জানতে চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, রাজ্যকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সারদার তদন্ত এগোচ্ছে না, বিচার হচ্ছে না, এই অভিযোগ তুলে সংশোধনাগার থেকে বন্দি হিসেবে হাইকোর্টে প্রিজনার্স পিটিশন দাখিল করেন সুদীপ্ত সেন। এরপর হাইকোর্ট রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চায়। আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সিবিআই জানায়, তারা সারদা সংক্রান্ত সব মিলিয়ে ৭৬টি মামলার তদন্ত করেছে। সুদীপ্তর আইনজীবী জানিয়েছিলেন, সিবিআইয়ের পাশাপাশি রাজ্যও সারদা নিয়ে তদন্ত করছে। প্রায় ১২ বছর পরে বালুরঘাটে নতুন মামলা শুরু হয়েছে। তবে সিবিআইয়ের পাশাপাশি রাজ্য একই ক্ষেত্রে একই বিষয় নিয়ে তদন্ত করতে পারে না।

এদিকে আবার রাজ্যের তরফে কয়েক মাস আগে হাইকোর্টে জানানো হয়, রাজ্য পুলিশের ২২টি মামলায় এখনও সুদীপ্ত সেনের জামিন হয়নি। অন্য রাজ্যে সুদীপ্তর নামে ১৭টি প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট এখনও বকেয়া রয়েছে। বালুরঘাটেও তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। ফলে সেগুলি নিষ্পত্তি হবে তারপর পুরোটা বলা যাবে। এরপর বৃহস্পতিবার এই মামলা ফের ওঠে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চে। জানিয়ে দেওয়া হয়, চার মাসের মধ্যে সমস্ত তথ্য আদালতের কাছে পেশ করতে হবে। এদিকে সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন এখনও জেল হেফাজতে। ২০১৩ সালে আর্থিক তছরুপের মামলায় সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এরপর সিবিআই ও ইডি রাজ্যের একাধিক প্রভাবশালী নেতা ও মন্ত্রীকেও গ্রেপ্তার করে। তদন্ত এগোয়। জামিনও পেয়ে যান অনেকে। কিন্তু সুদীপ্ত ও দেবযানী প্রায় ১২ বছর ধরে জেলে।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে ৬ জায়গায় নোটিস পাঠালো বিধাননগর পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরে বাড়ি হেলে পড়ার একাধিক ঘটনা ঘটছে। শুধু বাড়ি হেলে পড়াই নয়, এ সব ঘটনার সঙ্গে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগও উঠে আসছে। এবার একের পর এক হেলা বাড়ি, বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে উদ্যোগী বিধাননগর পুরসভা। একইসঙ্গে কড়া নজর রাখা হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকেও। এদিকে এই ঘটনারই সূত্র ধরে বাগুইআটি এলাকায় প্রোমোটারদের নামে ইতিমধ্যেই ৬ জায়গায় আবারও নোটিস পাঠানো হল। এর আগে এই নোটিস টাঙানোর পর তা ছিঁড়ে দেওয়া হয়, এই মর্মে বাগুইআটি থানায় একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে। এরপরই অভিযানে নামে পুলিশ। যে জায়গায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ, সেখানে হানা দেন বাগুইআটি থানার আইসি।

বছরের শুরুতে তাসের ঘরের মতো একের পর এক বহুতল হেলে পড়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার পাশাপাশি শহরের অন্যান্য এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বহুতল ঘিরে বিতর্কও কম হচ্ছে না। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে আগামীদিনে ফের কোনও বহুতল হেলে পড়লে বা বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা ঠিক করতে খড়্গপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞ নিয়ে বিশেষ কমিটি গড়েছে রাজ্য। নবান্ন সূত্রের খবর, কোথাও বেআইনিভাবে নির্মাণের অভিযোগ উঠলে এখন থেকে এই কমিটি সেই অভিযোগের তদন্ত করবে। এমনকী কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে, তা নিয়ে প্রযুক্তিগত মতামতও দেবেন কমিটির সদস্যরা।

মুর্শিদাবাদে নবাবের সম্পত্তি সংরক্ষণে ‘গাফিলতি’, রাজ্যকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

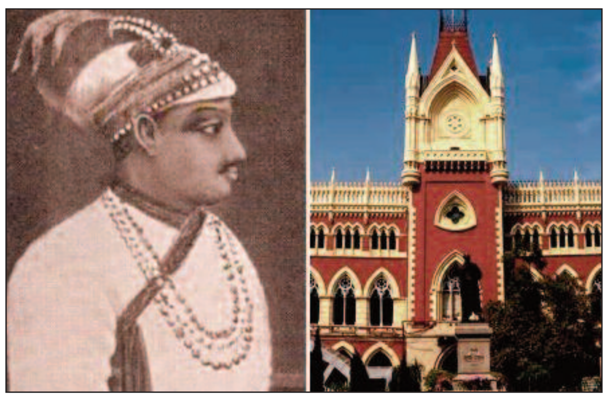

নিজস্ব প্রতিবেদন: নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌল্লার সম্পত্তি। অথচ তা এক ঐতিহাসিক নিদর্শন। আর এই সব ঐতিহাসিক নিদর্শন সংরক্ষণে কোনও উদ্যোগই নেই। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের সিরাজদ্দৌল্লার শেষ স্মৃতি বাঁচানো যায় মহাবলীপুরম শিক্ষা নিয়ে, এ পরামর্শও দিতে শোনা যায় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমকে। সঙ্গে ভর্ৎসনার সুরে জানান, এ রাজ্যে হেরিটেজ কমিশনের কোনও উদ্যোগ নেই। নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে কমিশন। মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌল্লার সম্পত্তি প্রসঙ্গে তিনি মহাবলীপুরম, কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ রক সংরক্ষণের কথা মনে করান। রাজ্যকে এনিয়ে আগামী সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জানাতে হবে উচ্চ আদালতে। পাশাপাশি আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে এই মামলায় সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরই প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ‘রাইটার্স বিল্ডিং নিয়ে কি রেকমেন্ড করেছেন?’ ইতিহাস সংরক্ষণ নিয়ে কমিশন প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ‘হেরিটেজের জায়গায় বড় বড় হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। পুরনো ইতিহাস রক্ষার পরিবর্তে তা ভেঙে ফেলা হচ্ছে। যে কোনও কিছু ভেঙে ফেলা খুব সহজ। ৪৮ ঘণ্টায় করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু ফেরাতে পারবেন না। দুটি রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসেছিল। এ রাজ্য তার মধ্যে একটা। অথচ সে বিষয়ে কারও উদ্যোগ নেই।’

এদিনের শুনানিতে সরকারি আইনজীবী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৮ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজদৌল্লার সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলেছিল। মাত্র ৯ বিঘা জমি ছিল। তাও ভাগীরথীর ভাঙনে চলে যাচ্ছে। আমাকে এই বিষয়ে আরও সময় দেওয়া হোক। উত্তরে প্রধান বিচারপতি জানান, ‘ইতিহাস যেটুকু আছে, সেটা রক্ষা না করলে ৯ বিঘাও থাকবে না। মহাবলিপুরমের কথা শুনেছেন? কন্যাকুমারীতে দেখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ রককে কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে? সেখানে ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে।’ আদালত সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে ফের শুনানি।

নিউটাউনে শ্লীলতাহানিকাণ্ডে ধৃত রং মিস্ত্রি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনে নাবালিকার শ্লীলতাহানির ঘটনা। আর এই ঘটনায় অভিযোগ উঠল এক রং মিস্ত্রির বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল ইকোপার্ক থানার পুলিশ।

এদিকে সূত্রে খবর, নিউটাউনের যে ন’বছরের নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করা হয় সেই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বাড়ির রং মিস্ত্রিকে গ্রেপ্তার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের ইকোপার্ক থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির বয়স বত্রিশের কাছে। সেও ইকোপার্কের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন কয়েক ধরে নির্যাতিতা নাবালিকাদের বাড়িতে রঙের কাজ করছিল অভিযুক্ত যুবক। বুধবার সকালেও সে ওই নাবালিকার বাড়িতে কাজে গিয়েছিল বলে খবর। নিচের ঘরে রঙের কাজ চলছিল। সে সময় নাবালিকার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যরা বাইরে বেরিয়েছিলেন। তখন নির্জন বাড়ির সুযোগ পেয়ে ওই নাবালিকাকে নানা প্রলোভন দেখায় অভিযুক্ত। তারপর বাড়ির উপরের চারতলার ঘরে ডেকে নিয়ে যায় বাপি। অভিযোগ, সেখানেই বাড়ির রং মিস্ত্রির কাছে শ্লীলতাহানির শিকার হয় নাবালিকা। দুপুরের দিকে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি ফিরে আসলে কান্নাকাটি করতে থাকে মেয়েটি। এরপর নির্যাতিতার পরিবার রং মিস্ত্রির বিরুদ্ধে ইকোপার্ক থানায় যৌন হেনস্থার একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে বারাসত আদালতে পাঠিয়ে, ধৃত রং মিস্ত্রিকে নিজেদের হেফাজতে চায় পুলিশ।

সম্পাদকীয়

সনাতন শব্দের বৃহৎ অর্থে নিজেকে হিন্দু ভাবেন অনেকে

সনাতন হিন্দুধর্মের মূল সনাতনী ধারা যেমন আজ খুঁজে বার করা কঠিন, তেমনই এটা সহজেই বলা যায় এই ধারার মধ্যে এসে মিশেছে অন্য অনেক গোষ্ঠী যারা সনাতন শব্দের প্রসারিত অর্থে নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করে। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ছোট বড় দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। কখনও তা রক্তক্ষয়ী রূপ নিয়েছে, কখনও তাত্ত্বিক লড়াই-এর মধ্যেই সীমায়িত থেকেছে। এই বিষয় নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে কম জল গড়ায়নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের গবেষণা মতে ভারতে এক সময় কমবেশি ১৮৩টি উপাসক গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। যে গোষ্ঠী যেখানে তুলনামূলক বেশি সেই গোষ্ঠী সেখানে আধিপত্য বিস্তারে কসুর করেনি। সকলেই দেখাতে চায় তারাই সবার সেরা। এই সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার তীব্র প্রচেষ্টা কিন্তু কোনও সময়ই কমেনি। এই বিবিধ বিভাজন প্রাচীন ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে কুঠারাঘাত হেনেছে বলেই সহমত পোষণ করেন এক শ্রেণির ইতিহাসবিদ। তাঁরা উদাহরণ হিসাবে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ের কথা বলেন। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে। এক সময় রাজা, সম্রাট, সাধারণ প্রজা যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করছেন, তখন হিন্দুধর্মের বৃহত্তম গোষ্ঠীপিতা আদি শঙ্করাচার্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি যা করলেন সেই কূটচালগুলি বিরল। তারই একটি হিন্দু ঐক্যের নামে কুম্ভ সম্মেলন, হিন্দু ঐক্যের নামে কুম্ভমেলা এবং তলে তলে উগ্র হিন্দুত্ববোধ জাগ্রতকরণ। তবুও এ কথা বলা যায় যে, হিন্দু অনৈক্য ও বিভাজন রোধ করা সম্ভব হয়নি। আর ঠিক সেই জায়গা থেকেই খুব সুকৌশলে রাশটা চলে এল উগ্র দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। তাঁরা রাজনৈতিক সহায়ক সংগঠনের মাধ্যমে তলে তলে এত দিন যে ঐক্য ও উগ্রতার মোড়কে বিপণন করছিলেন, এ বার মহাকুম্ভমেলায় সেটা মোড়ক ছাড়াই খোলাখুলি হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাঁরা বারে বারে একটাই প্রচার চালালেন; এই দেশ শুধুমাত্র মূল হিন্দুদের দেশ। এই মূল হিন্দু বা সনাতনী হিন্দু কারা, সেই বিষয়ে কি তাঁদের স্পষ্ট কোনও ধারণা আছে? তাত্ত্বিক কোনও ভাবনার হদিস দিতে পারবেন কি? দলিতরা কি হিন্দু নন? জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা কি হিন্দু নন? মণিপুরে যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে চলেছে সেই বিষয়ে কেন্দ্রের উদাসীনতা কি বার্তা দেয় না যে সব ভিন্ন জাতিগত পরিচয় ভুলে দিল্লির সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন বা উত্তরপ্রদেশের বশংবদ সহযোগী শাসক যে পথে হাঁটছেন সেই পথেই মণিপুরও হাঁটুক।

শব্দবাণ-২০৫

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বাড়ি ৪. লাভ নয় ৫. পুরানো গান ইত্যাদির নতুন সংস্করণ বা রূপায়ণ ৭. লজ্জা ৯. তালিকা, ফিরিস্তি ১১. গ্রন্থস্বত্ব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বীরত্ব, পৌরুষ ২. দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ৩. কর্পূর ৬. কড়ি, বরাটক ৮. শিব ১০. শ্রেষ্ঠ, সর্বোৎকৃষ্ট।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৪

পাশাপাশি: ১. সাংসারিক ৩. অসম ৫. ওজন ৭. হবন ৮. চতুর ১০. অরণ্যপাল।

উপর-নীচ: ১. সাহস ২. রিস্টওয়াচ ৩. অসহ ৪. মহানগর ৬. নম্বর ৯. তুমুল।

জন্মদিন

আজকের দিন

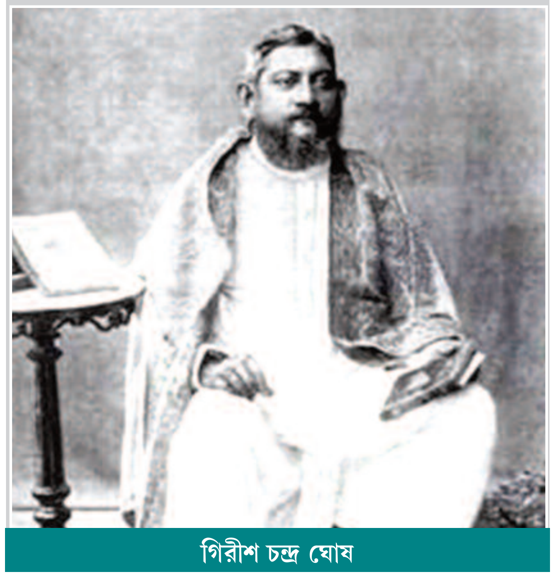

গিরীশ চন্দ্র ঘোষ

১৮৪৪ বিশিষ্ট নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশ্বের সুরকার রবীন্দ্র জৈনের জন্মদিন।
১৯৪৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিগ্বিজয় সিংয়ের জন্মদিন।

একতার মহাকুম্ভ

নতুন এক যুগের সূচনা

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

পবিত্র প্রয়াগরাজ শহরে সফল এক মহাকুম্ভ সম্পন্ন হয়েছে। এবং ঐক্যের এক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। কোন জাতির মধ্যে যখন চেতনা জাগ্রত হয়, তখন সেই জাতি দীর্ঘ কয়েক শতক পুরনো পরাধীনতার আগলকে ভেঙে ফেলে, নতুন শক্তিতে মুক্ত বাতাস গ্রহণ করে। ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজে একতার মহাকুম্ভে তার-ই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ২২ জানুয়ারি আমি দেবভক্তি এবং দেশভক্তির বিষয়ে বলেছিলাম। প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ চলাকালীন দেব-দেবী, সাধু-সন্ত, মহিলা, শিশু, যুবক-যুবতী, প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে সমাজের সকল স্তরের মানুষ এখানে জড়ো হয়েছেন। আমরা জাতির মধ্যে চেতনা জাগ্রত হওয়ার প্রমাণ পেয়েছি। একতার এই মহাকুম্ভে একই জায়গায় একই সময়ে পবিত্র এক আয়োজনে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আবেগ পুঞ্জিভূত হয়েছে।

প্রয়াগরাজ অঞ্চলের পবিত্র শৃঙ্ঘভারপুর হল ঐক্য, সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার এক অনন্য ভূমি, যেখানে প্রভু শ্রীরাম এবং নিশাদরাজের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের সেই সাক্ষাৎ আসলে নিষ্ঠা এবং সদিচ্ছার মিলন। আজও সেই একই মানসিকতায় প্রয়াগরাজ আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

গত ৪৫ দিন ধরে আমি প্রত্যক্ষ করেছি দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে কোটি কোটি মানুষ সঙ্গমের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। মিলনের সেই আবেগ সঙ্গমে এসে আর-ও সঞ্চারিত হয়েছে। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমে ভক্তরা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় আস্থার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।

প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ নিয়ে আধুনিক যুগের ম্যানেজমেন্টের পেশাদার ব্যক্তিত্বরা পড়াশোনা করছেন। বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন যাঁরা করেন, সেই বিশেষজ্ঞ এবং পরিকল্পনাকারীদের কাছে এই মহাকুম্ভ বিশেষ অধ্যয়ন বা আগ্রহেরবিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের কোথাও মহাকুম্ভের সমতুল কোন কর্মকান্ডের উল্লেখ নেই।

তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে কোটি কোটি মানুষ মিলিত হওয়ার জন্য কিভাবে প্রয়াগরাজে এসেছেন সারা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করেছে। এঁদের কাছে কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন আমন্ত্রণপত্র পাঠায়নি, কোথায় যেতে হবে তা বলে দেয়নি, অথচ কোটি কোটি মানুষ স্বইচ্ছায় মহাকুম্ভের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, পবিত্র অবগাহনের মাধ্যমে নিজেকে আশীর্বাদধন্য বলে মনে করেছেন।

পবিত্র স্থানের পর প্রত্যেকের মুখে যে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা কোনদিনই ভোলার নয়। মহিলা, বয়স্কজনেরা, আমাদের দিব্যাঙ্গ ভাই ও বোনেরা , প্রত্যেকেই ঠিক সঙ্গমে পৌঁছোনোর রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন।

ভারতের যুবসম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আয়োজনে সামিল হয়েছেন, যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। মহাকুম্ভে তরুণ প্রজন্মের উপস্থিতি এই বার্তাই দিয়েছে যে, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। একে সংরক্ষণ করার বিষয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল হয়েছেন এবং এই দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।

মহাকুম্ভ উপলক্ষে প্রয়াগরাজের বিপুল জনসমাগম নতুন এক রেকর্ড তৈরি হয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে উপস্থিত না হয়েও কোটি কোটি মানুষ এই উপলক্ষে এখানে আবেগের বশে সমবেত হয়েছেন। ভক্তরা যে পবিত্র জল নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে গেছেন, সেই জল লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবনার উৎসে পরিণত হয়েছে। মহাকুম্ভ ফেরত বহু পূণ্যার্থীকে নিজ নিজ গ্রামে সসম্মানে বরণ করে নেওয়া হয়েছে, সমাজ তাঁদের সম্মানিত করেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রয়াগরাজে যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব। এর মাধ্যমে আগামী শতাব্দীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

কেউ ভাবতেও পারেননি এত বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এখানে জড়ো হবেন। কুম্ভের অতীতের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এখানে কতজন আসতে পারেন, সেবিষয়ে প্রশাসন কিছু হিসেব-নিকেশ করেছিল, কিন্তু সেই প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে বহু মানুষ এখানে এসেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতজন বসবাস করেন তার প্রায় দ্বিগুণ মানুষ একতার এই মহাকুম্ভে এসেছেন।

কোটি কোটি উৎসাহী অংশগ্রহণকারী ভারতবাসীর বিষয়ে আধ্যাত্মিক জগতের বিশেষজ্ঞরা যদি পর্যালোচনা করেন, তাহলে তাঁরা দেখবেন নিজ ঐতিহ্যে গর্বিত দেশবাসী এখন নতুন এক উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে উঠেছেন। আমি তাই মনে করি নতুন এক যুগের সূচনা হয়েছে, যা নতুন ভারতের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করবে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের জাতীয় ভাবনাকে মহাকুম্ভ শক্তিশালী করেছে। প্রতিটি পূর্ণ কুম্ভে সাধু-সন্ত, চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিতেরা জড়ো হতেন। তাঁরা সেই সময়ে সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করতেন। তাঁদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে দেশ এবং সমাজ নতুন এক দিশায় এগিয়ে চলতো। প্রতি ৬ বছর পর অর্ধকুম্ভের সময় গৃহীত নীতিগুলি পর্যালোচনা করা হতো। ১৪৪ বছর পর ১২টি পূর্ণ কুম্ভের শেষে অপ্রচলিত ঐতিহ্যগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হতো, নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হতো, ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন রীতি-নীতি কার্যকর করা হতো।

১৪৪ বছর পর এই মহাকুম্ভে ভারতের উন্নয়নযাত্রা সম্পর্কে আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীরা নতুন এক বার্তা দিয়েছেন। সেই বার্তা হল বিকশিত অর্থাৎ উন্নত ভারত গড়তে হবে।

একতার এই মহাকুম্ভে ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে , তরুণ বা প্রবীণ, গ্রামবাসী বা শহরের বাসিন্দা, দেশ-বিদেশের মানুষ, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ , যে কোন প্রান্তের মানুষ এখানে মিলিত হয়েছেন। জাত, ধর্ম, নীতি, আদর্শ এ সব কিছু অগ্রাহ্য করে সঙ্গমে তাঁরা সমবেত হয়েছেন। এটি আসলে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত ভাবনার প্রতিফলন, যেখানে কোটি কোটি মানুষের আস্থা রয়েছে। আর এখন আমরা সেই একই উৎসাহ, উদ্দীপনায় উন্নত ভারত গড়তে ব্রতী হব।

এই প্রসঙ্গে আমার ভগবান কৃষ্ণের সেই ঘটনাটি মনে পড়ছে। মা যশোদা তাঁকে মুখ খুলে হাঁ করতে বললে, তিনি যখন মুখ খুলেছিলেন, তখন তাঁর মা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একই ভাবে এই মহাকুম্ভে দেশ-বিদেশের মানুষ ভারতের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে, একনিষ্ঠ ভাবে উন্নত ভারত গড়ার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।

অতীতে ভক্তি আন্দোলনের সময় সাধু-সন্ন্যাসীরা দেশ জুড়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংকল্পকে চিহ্নিত করে তাকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেছিলেন। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের শক্তি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শ্রী অরবিন্দ ; প্রত্যেক মহান চিন্তাবিদ মনে করিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। স্বাধীনতা উত্তর কালে এই সম্মিলিত শক্তিকে যদি যথাযথ ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো, তাহলে তা প্রত্যেকের কল্যাণে ব্যবহার করা যেত। ফল স্বরূপ নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ এক শক্তি হিসেবে কাজে লাগান যেতো। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সেই শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তবে, বর্তমানে উন্নত ভারত গড়তে যে ভাবে জনগণের সম্মিলিত শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তা দেখে আমি আনন্দিত।

বেদ থেকে বিবেকানন্দ , প্রাচীন যুগের লিপি থেকে আধুনিক যুগের কৃত্রিম উপগ্রহ , ভারতের ঐতিহ্য সবসময়ই জাতি গঠনে সহায়ক হয়েছে। নাগরিক হিসেবে আমি চাইব আমাদের পূর্বপুরুষ এবং সাধু-সন্তদের স্মৃতি অনুপ্রেরণার নতুন উৎস হোক। একতার এই মহাকুম্ভ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাক নতুন সংকল্প পাতায় করে । আসুন আমরা ঐক্যকে আমাদের পথপ্রদর্শক নীতি হিসেবে গ্রহণ করি। দেশ সেবা আসলে অধ্যাত্ম সেবার সমার্থক , এই ভাবনায় আমরা এগিয়ে চলি।

কাশীতে আমার নির্বাচনী প্রচারের সময়কালে আমি বলেছিলাম, ঠমা গঙ্গার আহ্বানে আমি এখানে এসেছিদ। এটি নিছক কোন আবেগ ছিল না। এর মধ্য দিয়ে পবিত্র নদীগুলিকে নির্মল করার ক্ষেত্রে আমাদের দায়বদ্ধতার বিষয়টি অন্তর্নিহীত ছিল। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আমার সেই সংকল্প আরও দৃঢ় হয়েছে। আমাদের নদীগুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রা যুক্ত রয়েছে। তাই বড় বা ছোট যেরকমেরই নদী হোক সেই নদীকে জীবনদায়ী মাতা হিসেবে আমরা পুজো করব। আমাদের নদীগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, এই মহাকুম্ভ তাকে আরও অনুপ্রাণিত করেছে।

আমি জানি এধরনের এক বৃহৎ কর্মকান্ডকে বাস্তবায়িত করা সহজ কোন কাজ নয়। আমাদের নিষ্ঠায় কোন ঘাটতি থাকলে তার জন্য আমি মা গঙ্গা, মা যমুনা এবং মা সরস্বতীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতিমূর্তি জনতা জনার্দনকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের তরফে যদি কোনরকমের খামতি থাকে, তার জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই মহাকুম্ভে অগণিত মানুষ যে আধ্যাত্মিক চেতনায় জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই রকমের ভাবনায় আমরা কাজ করেছি। উত্তর প্রদেশের সাংসদ হিসেবে আমি বলতে চাই যোগীজির নেতৃত্বে প্রশাসন এবং জনসাধারণ যে ভাবে এই একতার মহাকুম্ভকে সফল করে তুলেছেন তার জন্য আমি গর্বিত। রাজ্য অথবা কেন্দ্র, প্রশাসক অথবা শাসক , কারোর পক্ষে একক ভাবে এই আয়োজন সফল করা সম্ভব নয়। নিকাশী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মী, পুলিশ, নৌকা চালক, গাড়ি চালক, খাদ্য সরবরাহকারী - প্রত্যেকে একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে এখানে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। প্রয়াগরাজের জনসাধারণ নিজেদের হাজারও অসুবিধা সত্ত্বেও যে ভাবে তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। আমি প্রয়াগরাজের জনসাধারণ সহ উত্তরপ্রদেশের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা এক অসাধারণ কাজ করে দেখিয়েছেন।

আমাদের দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিষয়ে আমার সবসময়ই অটুট আস্থা রয়েছে। এবারের মহাকুম্ভ প্রত্যক্ষ করে সেই আস্থা বহুগুণ শক্তিশালী হয়েছে।

যেভাবে ১৪০ কোটি ভারতবাসী একতার মহাকুম্ভকে আন্তর্জাতিক এক কর্মসূচিতে পরিণত করেছেন, তা অবিশ্বাস্য। আমাদের জনগণের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং উদ্যোগে আমি আপ্লুত। দেশবাসীর এই সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে সাফল্য আমরা অর্জন করেছি, আমি তা শ্রী সোমনাথকে নিবেদন করব। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে আমি প্রথমে সেখানে যাব এবং তার কাছে প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য প্রার্থনা করব।

মহাশিবরাত্রির দিনে মহাকুম্ভ হয়তো আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হয়েছে, কিন্তু গঙ্গার শাশ্বত প্রবাহের মতো আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, জাতীয় ঐক্য ও চেতনা জাগ্রত থাকবে, যেগুলিকে মহাকুম্ভ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। এই শক্তি, ঐক্য ও চেতনা আমাদের আগামী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে।

অ্যামোনিয়াম গ্যাস চেম্বারের ভাল্ব বাস্ট, মৃত ২, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: একটি আলুর হিমঘরের অ্যামোনিয়াম গ্যাস চেম্বারের ভাল্ব বাস্ট করে বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় দু'জন শ্রমিকের। আর একজন শ্রমিক ভয়ে হিমঘরের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আহত হন। গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় এই হিমঘরের পার্শ্ববর্তীতে বাস করা কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ কালনা থানার ভবানন্দপুর মা অম্বিকা হিমঘরে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, এদিন অ্যামোনিয়াম গ্যাস চেম্বারে কাজ করছিলেন দুই শ্রমিক সজল কুমার ঘোষ (৫৯) এবং শ্রাবণ প্রসাদ (৪৪)। হঠাৎ গ্যাস চেম্বারের ভাল্ব বাস্ট হলে নিগ্রত গ্যাসে তাঁরা আচ্ছন্ন হয়ে টলে পড়ে যান। অন্যদিকে বুদ্ধদেব প্রামাণিক নামের এক শ্রমিক হিমঘরের ওপরে কাজ করছিলেন। সে ভয়ে ওপর থেকে লাফ মারলে গুরুতর আহত হন। তাঁকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই শ্রমিকের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়।

অন্যদিকে খবর পেয়ে চারটে দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে হাজির হয়। তাঁদের তৎপরতায় আচ্ছন্ন হয়ে গ্যাস চেম্বারে পড়ে থাকা দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা দেখার পর তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই হিমঘরের পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষজন গ্যাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের কালনা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সকলকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মিঠু বাগকে ভর্তি করে নেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

মৃত সজল কুমার ঘোষের বাড়ি কালনা থানার বাঘনাপাড়ার মদনহাঁসা গ্রামে এবং মৃত শ্রাবণ প্রসাদের বাড়ি বিহারের নালান্দা জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। এলাকাবাসীরা জানান, প্রথমে বিকট একটি আওয়াজ শোনা যায়। তারপর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখ জ্বলতে আরম্ভ করে। তখন তারা একে একে বাড়ি ছেড়ে দূরে চলে যায়। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকার চারটি স্কুল বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে গ্রামে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি দল পৌঁছে গ্রামের মানুষের খোঁজখবর নিয়ে কেউ অসুস্থ থাকলে তাদের বাড়িতেই চিকিৎসা করা হয়।

টিকিট কাউন্টারের জানলা ভাঙচুর, রেল পুলিশের গায়ে হাত তোলারও অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্রেনের টিকিট কাটাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ব্যান্ডেল স্টেশনে। ব্যান্ডেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে ভাঙচুর। আহত রেল পুলিশ। এরপরই রেলের টিকিট কাউন্টারের কাচের জানলা ভাঙচুর করা হয়। এমনকী রেল পুলিশের গায়ে হাত তোলারও অভিযোগ উঠেছে।

এদিন সকাল থেকে হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় দীর্ঘ সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পরিষেবা চালু হতেই দুপুর থেকে ভিড় বাড়ে ব্যান্ডেল রেল স্টেশনের ১ নম্বর টিকিট কাউন্টারে। অভিযোগ, সেই সময় একদল যুবক টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে ইচ্ছাকৃত অশান্তি করে। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে রেল পুলিশের গায়েও হাত তোলে অভিযুক্তরা।

রেলের এক কর্মী বলেন, সকাল থেকেই এই লাইনে ট্রেনের সমস্যা চলছিল। তাই পরে টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইন পড়ে যায়। এদিকে টিকিট রোল শেষ হয়ে যাওয়ায় তা বদলানো হচ্ছিল। সেই সময় ৪-৫ জন ছেলে বাকি যাত্রীদের সরিয়ে টিকিট নেওয়ার জন্য জোর জুলুম শুরু করে। অপেক্ষা করতে বলায় এ ভাবে হামলা চালায়। এমনকী আরপিএফের উর্দিতে পর্যন্ত হাত দিয়েছে।

রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানান, রেলের টিকিটের রোল বদল করার সময় উত্তেজিত হয়ে কিছু যুবক ভাঙচুর করে। একজন আরপিএফ কর্মী আহত হন। ২ জনকে এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বেআইনি পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে অভিযান গোঘাট থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের মাঝুরিয়া গ্রামের মাঠ জুড়ে চলছিল এক প্রকার মাদক ব্যবসার 'কর্মযজ্ঞ'। লক্ষ লক্ষ টাকার পোস্ত চাষ। আর সেই পোস্ত গাছ থেকে নিষিদ্ধ আফিমের ব্যবসা চলছিল রমরমিয়ে বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রশাসন খবর পাওয়ার পরেই বৃহস্পতিবার অভিযান চালায় পুলিশ। পোস্ত চাষ বন্ধ করার পাশাপাশি ধ্বংস করে দেওয়া হয় পোস্ত গাছ। এদিন মাঝুরিয়া গ্রামে অবৈধ পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। কমবেশি ছয় কাঠা জমির বেআইনি পোস্ত গাছ নিধনে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায় গোঘাট থানার বদনগঞ্জ বিট হাউসের পুলিশকে। প্রসঙ্গত, পোস্ত চাষের বিষয়ে কিন্তু ভয়ে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ মুখে কুলুপ এঁটেছিল। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রমরমিয়ে চলছিল পোস্ত চাষ। গোঘাটের বদনগঞ্জ ফলুই এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষ করে এই পোস্ত চাষ করতে দেখা যায়।

এলাকায় সাংবাদিকরা গেলেই কখনও পোস্ত চাষিরা লুকিয়ে পড়ছে আবার সাংবাদিকরা এলাকা থেকে চলে এলেই নাকি পোস্ত গাছ তুলে ফেলা হচ্ছে। তবে দ্রুত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিঘা প্রতি পোস্ত চাষ থেকে তৈরি হচ্ছে ২ থেকে ৩ কেজি করে আফিম। প্রতি কেজি আফিম বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৫০ হাজার টাকারও বেশি দামে। কিন্তু অবৈধ পোস্ত কারবারিদের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোরও সাহস নেই কারোর। চাষিদের মতে, এক বিঘা জমি থেকে পোস্তর আঠা সংগ্রহ করে ২ থেকে আড়াই কেজি মতো আফিম তৈরি হয়। যার বাজারমূল্য কেজি প্রতি ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা। পোস্তর আঠা বের করে নেওয়ার পর যে ফলটি পড়ে থাকে, তার ভেতর থেকে তৈরি হয় খাবারের পোস্ত। কিন্তু পোস্ত চাষ বেআইনি। লক্ষাধিক টাকা জরিমানা থেকে শুরু করে প্রায় কুড়ি বছরের জেল পর্যন্ত হতে পরে। অপরদিকে এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী জানান, খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ পোস্ত চাষ বন্ধ করার পাশাপাশি পোস্ত গাছ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

খড়গপুর ডিআরএম অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: দক্ষিণ-পূর্ব রেলে অস্বাভাবিক দেরিতে ট্রেন চলাচল, হঠাৎ ট্রেন বাতিল ও রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে এবং ট্রেন চলাচলের অব্যবস্থা দূর করা সহ যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডেপুটেশন। বৃহস্পতিবার ইস ইউসিআই কমিউনিস্ট দলের পক্ষ থেকে খড়গপুর ডিআরএম অফিসে যাত্রী বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়।

বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর এডিআরএম (অপারেশন) মনীষা গোয়েলের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, রেলের সময় সারণী মেনে সমস্ত ট্রেন চালানো, আগাম ঘোষণা ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ করে ট্রেন বাতিল না করা, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের প্রয়োজনীয় চরিত্র না পাল্টে কেবল এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা লাগিয়ে বর্ধিত ভাড়া আদায় বন্ধ করা, রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ বাতিল করা, যাত্রী সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে নিঃশুল্ক-পরিচ্ছন্ন-শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, বেলদা-বালিচক-পাঁশকুড়া প্রভৃতি রেলস্টেশনের কাছাকাছি জনবহুল এলাকার রেল গেট/লেভেল ক্রসিংগুলিতে অবিলম্বে ফ্লাই-ওভার (রোড ওভার ব্রিজ) বা রোড আন্ডারপাশ নির্মাণ করা, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলির দু'দিকে বুকিং কাউন্টার এবং প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে লিফট অথবা এস্কেলেটারের ব্যবস্থা করা, লোকাল ট্রেনের ভেতরের ডিসপ্লে বোর্ডে এবং মাইকে সেই ট্রেনের বিভিন্ন অবস্থানের/পরবর্তী যে স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াবে তার সংবাদ ভেতরের যাত্রীদের কাছে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি। দলের পক্ষে গৌরীশঙ্কর দাস, মধুসূদন বেরা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেন। এডিআরএম মনীষা গোয়েল সময় সারণী মেনে ট্রেন না চালানোর পেছনে কতকগুলি বাস্তব সমস্যার দিক তুলে ধরেন। অন্যান্য দাবিগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার আশ্বাস দেন।

সিআইটিইউর পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কেন্দ্রের ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষের বিরোধী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামী ২০ এপ্রিল বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। আর এই সমাবেশ সফল করতে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রচার অভিযান। বৃহস্পতিবার কালনা ২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সারা ভারত কৃষক সভা এবং সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন সিআইটিইউর যৌথ উদ্যোগে অকালপৌষ গ্রামে জমায়াতের পর শুরু হয় পদযাত্রা। এই পদযাত্রা অকালপৌষ, পাঁচরখী, আগড়াদহ, ঝিকড়া, কুতুবপুর, সুইপাড়া, তেহাটা গ্রাম পরিক্রমা করে। শেষে সাধারণ মানুষকে ব্রিগেড সমাবেশ সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বামপন্থী তথা কৃষক নেতা নবকুমার বাগ অজয় ক্ষেত্রপাল সহ বিশিষ্ট নেতৃত্ববৃন্দরা।

বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে শিক্ষা মিশনের দপ্তরে বিক্ষোভে পার্শ্বশিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার সমগ্র শিক্ষা মিশনের দপ্তরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন জেলায় কর্মরত পার্শ্বশিক্ষকরা। এদিন নিজেদের দাবির সমর্থনে প্রথমে বাঁকুড়া শহরে মিছিল করেন পার্শ্বশিক্ষকরা। পরে সমগ্র শিক্ষা মিশনের দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

এ রাজ্যে প্রায় ২০ বছর আগে পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়। বর্তমানে রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ২১১০৭ জন ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ২৩১০২ জন পার্শ্বশিক্ষক পদে কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকেরা ভাতা হিসাবে মাসে মাত্র ৯৬০০ টাকা ও উচ্চ প্রাথমিকের পার্শ্বশিক্ষকেরা ১২৭৭৪ টাকা হাতে পান। পার্শ্বশিক্ষকদের দাবি বর্তমান অগ্নিমূল্য দ্রব্যমূল্যের বাজারে ওই সামান্য ভাতায় পার্শ্বশিক্ষকদের সংসার চলছে না। রাজ্য সরকারের তরফে বারেবারে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগে পার্শ্বশিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার আস্বাস দিলেও বিক্ষোভকারীদের দাবী কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অন্যদিকে দিনের পর দিন পার্শ্বশিক্ষকদের কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। স্থায়ী শিক্ষকদের সঙ্গে কাজের কোনও ফারাক না থাকলেও তাঁদের সঙ্গে পার্শ্বশিক্ষকদের বেতনের বিপুল বৈষম্যের কারণে চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তাঁরা। অবিলম্বে এই বেতন বৈষম্য দূর করে পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বঞ্চিত পার্শ্বশিক্ষকরা।

উত্তরপাড়ায় স্বেচ্ছায় রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান, চক্ষুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান । এই শিবির অনুষ্ঠিত হয় হুগলির উত্তরপাড়ার কাঠালবাগান বাজারে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থকদের উদ্যোগে এবং আবাহন এর পরিচালনায়। এই রক্তদান শিবিরে ৫২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন ও এই সঙ্গে ৯ জন ও একজন চক্ষুদানের অঙ্গীকার করেন ও মরণোত্তর দেহ দান করেন এছাড়া চারজন অঙ্গীকারপত্রের সই করেন। এই রক্তদান শিবিরে লাল হলুদ রঙের ও সবুজ মেরুন রঙের সুদৃশ্য গেট দেখা যায় ও রক্তদান শিবিরে ও লাল হলুদ ও সবুজ মেরুন কাপড়ের শিবির তৈরি হয় যেটা রক্তদাতা ও সাধারন মানুষকেও আকর্ষণ করে এছাড়া উপস্থিত ছিল বন্ধু করণিয়া কেন্দ্রের জনক স্বপন বন্ধু তিনি জানিয়েছেন ১১৭ বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন ও সাড়ে তিন লক্ষ প্লেটলেট দিয়েছেন যেটা অভূতপূর্ব বলা যায়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ভাইস চেয়ারম্যান

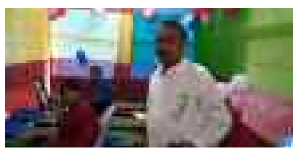

খোকন মণ্ডল এলাকার কাউন্সিলর অমিতাভ মুখার্জি (গোপালদা) কাউন্সিলর উৎপাদিত্য ব্যানার্জি কাউন্সিলর ও সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব সহ বিশিষ্টরা। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, এই রক্তদান শিবিরে আসতে পেরে ভালো লেগেছে। রক্তদান খুব ভালো এই রক্তদানের ফলে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচে সাধারণ মানুষকে বলব আপনারা রক্ত দিতে এগিয়ে আসুন ও একটি মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচান। আবাহন সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকে।

হাইকোর্টের নির্দেশে মনোনয়ন বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সমবায় ব্যাংকের ভোটেও ধাক্কা খেল শাসকদল। আদালতের নির্দেশে মনোনয়ন তুলতে পারল সিপিএম। মেদিনীপুর পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের পরিচালন কমিটির নির্বাচনে ৫১ টি আসনে ভোট নেওয়া হবে ২৩ মার্চ। তৃণমূলের নেতৃত্বে পরিচালন কমিটি গত ১০ বছর এই সমবায় ব্যাংকে নির্বাচন হতেই দেয়নি। ২৫ ফেব্রুয়ারি দেখা গিয়েছিল, মনোনয়ন তুলতে এসে তৃণমূলের হাতে রীতিমতো মার খেয়ে ফিরে যেতে হয় বামেদের। কড়া পুলিশ পাহারার মধ্যেও তৃণমূল ও বামেদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেদিনীপুর শহর। বামেদের অভিযোগ, যখন তারা একসঙ্গে মনোনয়নপত্র তুলতে আসছিলেন সেই সময় কঠোর পুলিশের নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী মনোনয়নপত্র দেওয়ার সময় মারধর করে। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। এরপর বামেদের প্রার্থীরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট তাদের আবেদনের ভিত্তিতে রায় দেয় আবেদনকারীর চারজন যাতে পুলিশিপ্রহরায় মনোনয়ন তুলতে পারে সেই ব্যবস্থা প্রশাসনকে করতে হবে। সেই মতোই বেলা এগারোটা নাগাদ এই বাম চার প্রার্থী সুকুমার আচার্য, অজয় মিত্র, সোমনাথ দে এবং উত্তম চক্রবর্তী মনোনয়ন তুলতে আসেন এবং জমাও দেন। এরপর তারা সংবাদমাধ্যমের সামনে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন।

আলু ১৩০০ টাকা কুইন্টাল করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: কুইন্টাল প্রতি ন্যূনতম ১৩০০ টাকা করে সরকারকে আলু কিনতে হবে, এই দাবিতে গোয়ালতোড় বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিপিএমের সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার গড়বেতা ২ নম্বর ব্লকের সামনে গোয়ালতোড়-চন্দ্রকোনারোড রাজ্য সড়কের ওপর আলু ঢেলে বিক্ষোভ দেখানোর পর খেতমজুর ইউনিয়নের সদস্যরা বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। ১৩০০ টাকা কুইন্টাল আলু কেনার দাবিতে গোয়ালতোড়ের সিপিআইএম কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। শহর পরিক্রমা করার পর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে বাম সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা তাদের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

রেশম চাষে উৎসাহ বৃদ্ধি করতে কৃষি মেলার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রেশম দপ্তরের উদ্যোগে চাষী, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ীদের আগ্রহ বাড়াতে রেশম কৃষি মেলার আয়োজন করা হল মালদায়। বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজার শহরের মনস্কামনা রোড সংলগ্ন একটি বেসরকারি ভবনে এই রেশম কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে রেশমের উৎপাদন বাড়াতে বিভিন্ন রকম ভাবে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার কথাও জানানো হয়েছে এই মেলার মাধ্যমে। এদিনের কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রেশম কৃষি মেলার উপস্থিত হয়েছিলেন আঞ্চলিক রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র বহরমপুরের ডিরেক্টর এম. মহেশ্বরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সিল্ক বোর্ডের ডিরেক্টর সুরজিৎ চৌধুরী, মালদা সিল্ক প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চাষি এবং বয়নশিল্পীরা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদায় কালিয়াচক ১,২,৩ এবং চাঁচল ১ ও ২ ব্লকে মূলত রেশম গুটি ওষুধ উৎপাদনের কাজে প্রায় এক লক্ষ মানুষ জড়িত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে মালদায় ১,৫৫০ মেট্রিক টন রেশম সুতো উৎপাদন হয়েছে। বর্তমানে এক কেজি রেশম সুতো বিক্রি হচ্ছে সাড়ে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকায়। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালদায় রেশম চাষের ক্ষেত্রে চাষি, উৎপাদনকারী , ডিলারদের আগ্রহ বাড়াতেও সবরকম সহযোগিতা গ্রহণ করেছে সরকার। কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ রেশম সুতো উৎপাদন ব্যবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নানান ধরনের অত্যাধুনিক মেশিন, প্রশিক্ষণগত ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে ধীরে ধীরে আগ্রহ বাড়ছে রেশম চাষিদের।

রেশম দপ্তরের মালদার গবেষণা কেন্দ্রের আধিকারিক দেবাশীষ চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন রেশম বোর্ডের আঞ্চলিক রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় রেশম প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজ্য রেশম দপ্তরের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালদা জেলার রেশম চাষি, ডিলার্স এবং বয়ন শিল্পীদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রেশম কৃষি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

মালদা সিল্ক প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, এই রেশম মেলার মূল উদ্দেশ্য রেশম চাষি সহ উৎপাদনকারী ডিলারদের আধুনিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তোলা। তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানা সেগুলোকে প্রতিকার করা। সমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন দিনভর রেশম কৃষি মেলা আয়োজিত হয়। আগামীতে মালদার রেশম শিল্প ব্যবস্থা অর্থনীতির দিক দিয়ে নতুনভাবে পথ দেখাবে।

ভাতেঘরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৫-সমিতির নোটিশ বোর্ড।

সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ-২৭.০২.২০২৫ থেকে ১১.০৩.২০২৫- সমিতির অফিস গৃহ- সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে।

শুনানির তারিখ-১২.০৩.২০২৫ -সমিতির অফিস গৃহ- বেলা ১২টা থেকে ৩টা-ARO উপস্থিতিতে।

চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ-১২.০৩.২০২৫ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে শুনানির অন্তে।

ARO
BHATEGHORI S.K.U.S. LTD.

কাঁকরোল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৫-সমিতির নোটিশ বোর্ড।

সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ-২৭.০২.২০২৫ থেকে ১১.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

শুনানির তারিখ-১২.০৩.২০২৫ -সমিতির অফিস গৃহ-দুপুর ১টা থেকে ৩টা-ARO উপস্থিতিতে।

চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ-১২.০৩.২০২৫ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে শুনানির অন্তে।

ARO
KANKROL S.K.U.S. LTD.

চক জনার্ধন ঘনশ্যাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের খসড়া ও চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৫-সমিতির নোটিশ বোর্ড।

সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন থাকলে প্রমানাদি সহ জমা দেওয়ার তারিখ-২৭.০২.২০২৫ থেকে ১৩.০৩.২০২৫ বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

শুনানির তারিখ-১৮.০৩.২০২৫ বেলা ১টা থেকে ৩টা-সমিতির অফিস গৃহ-ARO উপস্থিতিতে।

চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ-১৮.০৩.২০২৫ সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে শুনানির অন্তে।

ARO
CHAK JANARDHAN
GHANASHYAM S.K.U.S. LTD.

Chakdaha Municipality

NOTICE

This is to notify that Chakdaha Municipality has declared as ODF+ ULB. The Municipality office have not received any objection to the notification published in the daily Newspaper Times of India (English) & The Ekdin (Bengali), on 04/11/2022 regarding declaring this Municipality as ODF+, hence BoC of the Chakdaha Municipality declared as ODF+ (Open Defecation & Open Urination free) Municipality.

All CT's & PT's are functional, well-maintained and connected to safe disposal system.

The BoC has adopted Service level Benchmarks on Water Supply Services, Sewage Management (Sewerage and Sanitation) and Storm Water Drainage.

The municipality will impose a spot fine for open defecation @ Rs.500/- and for open urination @ Rs. 250/-.

Sd/- Chairman
Municipality

এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লি.

রেজি. অফিস : কমারজোন আইটি পার্ক, টাওয়ার বি, ২য় তল, নং ১১১, মাউন্ট পুনামালি রোড, পোরুর, চেন্নাই - ৬০০১১৬, তামিলনাড়ু
কর্পোরেট অফিস : ১ম তল টাওয়ার এ, টাওয়ার - বি এবং টাওয়ার - সি, ২য় তল টাওয়ার - এ এবং ১২তম তল টাওয়ার - সি, এমব্যাসি ২৪৭ ('পার্ক") লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ ভিখরোলি পশ্চিম, মুম্বই - ৪০০০৮৩, মহারাষ্ট্র | **CIN No.** : U65191TN1994PLC079235
ইমেল : namaste@smfgindia.com **ওয়েবসাইট :** www.smfgindia.com

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, পরিচালনার আবশ্যকতার কারণে নিম্নোক্ত শাখাগুলির কাজ বন্ধ করা হচ্ছে ৩১ মে ২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর হিসেবে।
শাখার নাম : মালদা রিটেল। **ডাক ঠিকানা :** দ্বিতীয় তল, বিবেকানন্দ পল্লি, সুকান্ত মোড় (৪২০ মোড়), মালদা-৭৩২১০১ (হোল্ডিং নং ১৪৪/২৯১/২২৫), ল্যান্ড মার্ক : ভোডাফোন গ্যালারি এর নিকট, পশ্চিমবঙ্গ।
আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রাহক এবং এই শাখার সহিত সংযুক্ত অন্যান্যদের পরিষেবা প্রদানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছি নিম্নোক্ত শাখায় ৩১ মে ২০২৫ তারিখ থেকে।
শাখার নাম : মালদা রুরাল। **ডাক ঠিকানা :** দ্বিতীয় তল, সাহাপুর, নাগেশ্বরপুর, সেতু মোড়ের নিকট, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১৪২।

এসএমএফজি ইন্ডিয়া ক্রেডিট কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

এসবিআই নবদ্বীপ শাখা (০২০৯০)

শ্রীবাস অঙ্গন রোড, পো. এবং থানা - নবদ্বীপ
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১৩০২ ইমেল : sbi.02090@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.১০.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স মা মনসা ট্যাক্সটাইলস, স্বত্বা - সুকুমার চন্দ্র নাথ, পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ নাথ, বিষ্ণুপুর, পো. বাবলারি, থানা - নবদ্বীপ, জেলা - নদিয়া, পিন নং - ৭৪১৩১৬, পশ্চিমবঙ্গ** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১২,০৩,৭৫১.০০ টাকা (বারো লাখ তিন হাজার সাতশ একান্ন টাকা) ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.১০.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১২,০৩,৭৫১.০০ টাকা (বারো লাখ তিন হাজার সাতশ একান্ন টাকা) ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৬.১০.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ** ব্যয় ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : সুকুমার চন্দ্র নাথ, পিতা প্রয়াত নিত্যানন্দ নাথ, বিষ্ণুপুর, পো : বাবলারি, থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন ৭৪১৩১৬, পশ্চিমবঙ্গ।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬ ডেসিমেল, ৯.৬৯ কাঠা, মৌজা : ০৩, বাবলারি দেওয়ানগঞ্জ, জেএল নং ০৩, আরএস খতিয়ান নং ৬০৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৮৬, ২০৯৭, প্লট নং ৭৯৩, বাবলারি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দলিল নং ১-৬৩৭ -০৯.০৬.২০০৪, পো : বাবলারি, থানা : নবদ্বীপ, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৩১৬, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ২৬.০২.২০২৫
স্থান - নবদ্বীপ

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সোনারপুর শাখা

বৈঙ্ক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
আচার্য প্রফুল্ল নগর, এপিএস লাইব্রেরির বিপরীতে,
পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দঃ), পিন- ৭০০১৫০
ইমেল: **rajpwb@bankofbaroda.com**

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -এ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি 'পরিশিষ্ট -৪-এ' [রুল ৮ (৬) এবং ৯ (১) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এবং ৯ (১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি যা সুরক্ষিত ক্রেডিটারের কাছে বন্ধকীকৃত চার্জড আছে যার দখল সুরক্ষিত ক্রেডিটর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন তা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অ্যাকাউন্টসমূহ থেকে বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ)/সুরক্ষিত সম্পদ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-অকশন, তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল:

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম ও ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি থাকে, সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি পরিমাণ বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা (গঠনমূলক বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**মিস রিঙ্কু রায় (ঋণগ্রহীতা)** **শ্রী তপন রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা)** শীতলা ইস্ট, শীতলা নতুন রাস্তা, শনি মন্দিরের কাছে, সোনারপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৫০।	তথায় থাকা দ্বিতল ভবন সহ কমবেশি ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক এবং মৌজা - মালিপুকুরিয়া, জে.এল. নং ২৪, আর.এস. নং ১৯৩, তৌজি নং ২৫০, এল.আর.- খতিয়ান নং ১৫৫৩, আর.এস খতিয়ান নং ৪৫৭ এবং ৫৩০, এল.আর. দাগ নং ১০০, আর.এস খতিয়ান নং ৫৭, থানা- সোনারপুর, সোনারপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত **শ্রী তপন রায়ের নামে।**	২৭,৮৭,৯৭৪/- টাকা (সাতাশ লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শো চুয়াত্তর টাকা মাত্র) ০৩.০১.২০২৩ তারিখের হিসাবে এবং তদুপরি সুদ এবং চার্জ	১৫.০৩.২০২৫ দুপুর ২.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	৩০.৫১ লক্ষ টাকা ৩.০৫১ লক্ষ টাকা ১০,০০০/- টাকা	বাস্তবিক	১১.০৩.২০২৫ বিকাল ৩.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০ টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার শ্রী সুদীপ রায় মোবাইল নম্বর ৮৩৩৫০ ৩৪০০৬ (পূর্ব অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাপেক্ষে)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.in/e-auction/e-auction-notice** এবং **https://ebkray.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা **অনুমোদিত অফিসার শ্রী সুদীপ রায়:- মোবাইল নম্বর ৮৩৩৫০ ৩৪০০৬** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ: ২৮.০২.২০২৫
স্থান: সোনারপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

মধ্যমগ্রাম খুনে কি তৃতীয় ব্যক্তি? খোঁজ চালাচ্ছে তদন্তকারীরা

অভিযুক্ত মা ও মেয়ের ১৪ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মধ্যমগ্রামে পিসিশাশুড়ি খুনে ভ্যানচালক রাধানাথ হালদারের বক্তব্যের তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থির সন্দেহ করছে পুলিশের। সুনীতা ঘোষ খুনে ফাল্গুনী ও তার মা আরতি ঘোষের যুক্ত থাকার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পেয়েছে পুলিশ। তবে দেহ বাক্সবন্দি করার ক্ষেত্রে কি কোনও পুরুষের হাত আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তদন্তকারীরা। ভ্যানচালকের দাবি, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে মঙ্গলবার সকালে বলেছিল দুই মহিলা একটা বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উনারা ডাকছে। বলেই তিনি চলে যান। পুলিশের প্রশ্ন কে ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি? তিনি ফাল্গুনী ও আরতির কি কোনও পূর্বপরিচিত? বিষয়টি ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। অজ্ঞাত ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় পুলিশকে ভাবাচ্ছে সেটি হল দেহ বাক্সবন্দি করার বিষয়টি। গন্ডগোলের মুহূর্তে ধাক্কা, মাথায় লেগে অজ্ঞান, ইট দিয়ে মেরে মাথা থেঁতলে খুন, পুরুষ ও মহিলা খুনিদের জন্য অনেকটাই সম্ভব। কিন্তু খুনের পরের দিন রাতে শান্ত মাথায় দেহ বাক্সবন্দি করতে গিয়ে মাথা সমস্যা করায় ঘাড়ে কোপ মেরে মাথা ঢোকানো। কোমরে কোপ মেরে সেটা সাইজ করা। পায়ের নিচের অংশের শক্ত হাড় কেটে পুরো দেহ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে বাক্সবন্দি করা মা মেয়ের পক্ষে কতটা সম্ভব! এই বিষয়টিও ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। সেই সঙ্গে সোমবার রাত্রের কাজিপাড়া থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত ট্রেনের টিকিটও রহস্য বাড়াচ্ছে। সেক্ষেত্রে কাজিপাড়া থেকে কোন ব্যক্তি সোমবার রাত্রে ফাল্গুনীদের মধ্যমগ্রামের বাড়িতে এসে নৃশংস ভাবে দেহ কেটে দেহ বাক্সবন্দি করে পরের দিন সকালে ভ্যানচালককে ডেকে দিয়ে ফেরার হয়ে যায়নি তো? দেহ টুকরো করতে ব্যবহৃত অস্ত্র এখনও মেলেনি। ফলে সবদিক থেকেই রহস্য থেকে গেছে। বৃহস্পতিবার মা ও মেয়েকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বারাসাত আদালত ১৩ মার্চ পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন। অভিযুক্ত দু'জনের হয়ে প্রায় ৮ জনের বেশি আইনজীবী জামিনের জন্য আবেদন করেন। আরতি ঘোষকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। তার সুগার, প্রেসার এই ধরনের রোগ আছে। বিষয়টি মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে দেখা হোক। এমন কথা আদালতকে বলেন তাদের পক্ষের আইনজীবীরা। যে টলি ব্যাগ থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই টলি ব্যাগের চাবি তাদের কাছে ছিল না এই দাবি করে আরতী ও ফাল্গুনীর জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা। শুনানি চলাকালীন আরতি ঘোষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। যদিও আদালত জামিনের আবেদন রিজেক্ট করে ১৪ দিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকার পক্ষে আইনজীবী শান্তময় বসু দাবি করেন এটি রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেস, তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করবেন ভবিষ্যতে। মা ও মেয়েকে নিয়ে খুনের পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই অভিনব পদ্ধতিতে নদী খননের কাজ শুরু

বিনা খরচে খননের উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম

সুমন তালুকদার

বারাসাত: বাংলার প্রতি বঞ্চনায় নদী সংস্কারে কাজ করছে না কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দিন দিন পলি পড়ে কমছে নদীর নাব্যতা। বাড়ছে বন্যার প্রবণতা। ফি-বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে লাখো লাখো মানুষ। বন্যা প্রতিরোধ ও নদীর প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে সেগুলির সংস্কার ও ড্রেজিং আবশ্যক। তাই নদী খননের বা ড্রেজিং এর এক অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর ২৪ পরগনা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ।

জেলা প্রশাসনের দাবি, বিনা খরচে নদী খননের ক্ষেত্রে এই অভিনব উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম। জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদ যৌথ ভাবে এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। সেক্ষেত্রে কোনও অর্থ ব্যয় না করেই নদীর ড্রেজিং হবে। সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি আয় হবে সরকারের। সেই মর্মেই ইছামতী, যমুনা ও পদ্মা নদীর প্রায় ৩৪ কিলোমিটার পরীক্ষামূলক ভাবে খনন করা হবে। এই পদ্ধতি সফল হলে অন্যান্য নদীর ড্রেজিং এর ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু কি এই অভিনব পদ্ধতি? জানা গেছে, নদীর যে অংশে পলি পড়ে আটকে যাচ্ছে সেই সব জায়গা চিহ্নিত করবে সরকারি নদী বিশেষজ্ঞরা। সেইসব জায়গা খনন করে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে টেন্ডার করে কোনও সংস্থাকে বরাত দেওয়া হবে। তারা সরকারি নদী বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পলি মাটি কেটে নিয়ে যাবে। নদীর পলিমাটির বদলে সরকারকে টাকা দেবে। আগে পলিমাটি কেটে নদীর পাড়েই ফেলে রাখা হত। বর্ষায় সেই পলি আবার ধুয়ে নদীতে পড়ত। তবে নতুন এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংস্থা মাটি কেটে নিয়ে যাবে ফলে মাটি পুনরায় নদীতে পড়ার কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। নদী তার স্বাভাবিক গতি ফিরে পাবে। কমবে বন্যার প্রবণতা। বাড়বে জল পরিবহণ, কৃষি সেচের সম্ভাবনা। খরচের বদলে সরকারের বাড়বে আয়।

এই পদ্ধতিতেই ইছামতী নদীর ঘোলাঘাট থেকে তেতুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার, যমুনা নদীর ক্ষেত্রে টিপি থেকে চারঘাট পর্যন্ত প্রায় ৯ কিলোমিটার এবং পদ্মা নদীর ক্ষেত্রে মোল্লাডাঙা থেকে রানিডাঙা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার খনন করা হবে। এই কাজের সরকারি ভাবে অনুমোদন মিলেছে। বর্ষার আগেই এই তিন নদীর খননের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শনে যান জেলাশাসক শরদ কুমার দীবেদি, বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার সহ অন্যান্যরা।

মহাকুম্ভে বিশ্বশান্তির বার্তায় ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

বনস্পতি দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল গানে বার্তায় শান্তির দূত সম্মানিত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল এবারে ছুটে গেলেন মহাকুম্ভে। এবারে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে প্রয়াগরাজে ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভ স্নানে কোটি কোটি লোক সমাগম হয়। সাধুসন্ত সন্ন্যাসী যোগী মহারাজ ও কোটি কোটি ভারতবাসীর আগমনে মহাকুম্ভ মানুষের ঢল সারা পৃথিবীর কাছে নজর কাড়ে। নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকের সমাজ সচেতনের বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল কে বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণপ্রসাদ জি সম্পূর্ন নিখরচায় মহাকুম্ভ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

উল্লেখ্য, আসানসোলের সমাজসেবী শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদজি প্রায় ১৮০০ মানুষকে নি শুল্ক মহাকুম্ভ স্নান করতে যাবার সু ব্যাবস্থা করেন। প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে এসে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী স্বপন দত্ত নিজের লেখা সুরে বাউল গানে সারা বিশ্ব শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বার্তা দিলেন। স্বপন বাউল গানে গানে বলেন, 'আমি জগতের মঙ্গল কামনা করতে ও সারা বিশ্বে যাতে শান্তি বজায় থাকে, অশান্তি ও যুদ্ধ মুক্ত পৃথিবী হয় মহাকুম্ভ পবিত্র স্থল থেকে সারা বিশ্ববাসীর উদ্যেশ্যে বাউল গানে বার্তা দিলাম। ১২টি কুম্ভর পরে ১৪৪ বছর পর আমার জীবনে মহাকুম্ভ এল পুণ্যস্নান পবিত্র স্নান করতে পেরে আমার জীবন ধন্য হল।'

মহাকুম্ভের সঙ্গমস্থলে ছুটে এসে জগতের মঙ্গল কামনা ও দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বাউল গানে সারা বিশ্ব বাসীকে বার্তা দিতে দেখে কোটি কোটি মানুষ বাংলার স্বপন দত্ত বাউলের প্রশংসা করেন। সাধুসন্ত সন্ন্যাসী যোগী মহারাজ সাধারণ মানুষ সকলেই আশীর্বাদ করেন ও নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের বাউল শিল্পীকে সাধুবাদ জানায়।

রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের জমায়েত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: ওরা ডাক্তার নন। সরকার স্বীকৃত কোনও স্বাস্থ্য কর্মীও নন। তবু রাজ্যের ৮০ শতাংশ মানুষ শরীর খারাপ হলে ওদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় করোনার মতো সর্বজনীন বিপদে-আপদে ওদের নিয়েই প্রাথমিক কাজটুকু করতে হয়। কিন্তু ওরা নিজেদের সামান্য যোগ্যতা মতো চিকিৎসা করে জীবিকা করেন। আবার অনেকে শুধুমাত্র নেশা হিসেবে এই কাজটি করেন। যেমন বাগনানের দেউল গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক মধুসূদন বাগ। সাইকেল চালিয়ে গ্রামের ঘুরে বেড়ান কারো শরীর খারাপ হলে। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় গেলে ওদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওরা চায় আরেকটু ভালো শিখতে। আর শেখার ক্ষেত্রে ওরা সরকারি সহযোগিতা চায়। বৃহস্পতিবার হাওড়ার বাগনানের মুর্গাবেড়িয়ায় এই দাবিতে এক জমায়েত করল রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন। প্রসঙ্গত, এদিন রাজ্যের চারটি জায়গায় এই জমায়েত হয়। রাজ্যে প্রায় ১৮ হাজার আর এম পি এর সদস্য রয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে এই জমায়েত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সুতন্দ্রার মৃত্যুতে প্ল্যাকার্ড পোস্টারে ন্যায়ের দাবিতে পথে জেলা তথা রাজ্যের শিল্পীরা

B.S.P.G. HOOGHLY

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তিনদিন পেরিয়ে গেলেও পানাগড়ে গাড়ি উলটে চন্দননগরের নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও অধরা সাদা গাড়ির চালক-সহ একাধিক ব্যক্তি। নৃত্যশিল্পীর এই অকস্মাৎ মৃত্যু মানতে পারছে না স্থানীয় শিল্পী মহল! বৃহস্পতিবার সকালে চন্দননগরের রাস্তায় এক মৌন প্রতিবাদে দেখা গেল জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পীদের। হাতে প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে ন্যায়ের দাবিতে পথ হাঁটলেন তাঁরা।

চন্দননগরের নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় ছিলেন শিল্পমহলে একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে বিভিন্ন শিল্পমনস্ক মানুষের মধ্যেও। সেই কারণে জেলা তথা জেলার বাইরের বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষ এদিন এসে উপস্থিত হন চন্দননগরে। চন্দননগরের গোটা রাস্তা জুড়ে তাঁরা এক মৌন মিছিলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিবাদ জানান। হাতে প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে পদযাত্রা করেন শহরজুড়ে। সেই র‌্যালিতে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষ।

তাঁদের দাবি, একজন শিল্পী নিজের কাজে যাওয়ার সময় পথে এই ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। এতে যেমন একদিকে নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই প্রশ্ন উঠেছে শিল্পীদের কাজে যাওয়ায় তৈরি হওয়া সংশয় নিয়েও। শিল্পীর এই অপঘাতে মৃত্যু কোনও মতেই মেনে নিতে পারছেন না শিল্পমনস্ক মহলের লোকেরা। তাঁরা চাইছেন এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের যেন যথাযথ শাস্তি হয়। সরকারের উপর আশ্বাস রেখেই তাঁরা চাইছেন দোষীকে খুঁজে বার করুক পুলিশ এবং তাঁকে শাস্তি দিক আদালত।

ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। জখম হয়েছে একজন। বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার সালেপুর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই দুর্ঘটনার পর ডাম্পারটি ফেলে পালিয়ে যায় চালক। পরে পুলিশ এসে ওই লরিটি আটক করে। আহতকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত দুই কিশোরের নাম শরিফ শেখ (১৬), আজমল শেখ (১৫)। এদিন রাতে একটি বাইক করে ওই তিনজন কালিয়াচকের দিক থেকে মালদার দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সালেপুর এলাকায় একটি টোটোকে প্রথমে বাইকের ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কায় বাইক নিয়ে পড়ে যায় তিন বাইক আরোহী। ওই সময় মালদার দিক থেকে আসা এক ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় দুই বাইক আরোহীর এবং এক বাইক আরোহী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে কালিয়াচক থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাইকে থাকা ওই তিনজনের মাথায় কোনও হেলমেট ছিল না এবং মোটরবাইকটিও দ্রুতগতিতে চলছিল। এই পথ দুর্ঘটনার পর ওই ডাম্পারটি আটক করা হয়েছে। চালকের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্টাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৩৫, ই-মেল আইডি - sbi.64220@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সুকল্যাণ দাস** পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার দাস **শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্ট,** ফ্ল্যাট নং এ, একতলা, বি-১২/১২৭, কল্যাণী, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৩৫। **শাখা :** **এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী, লোন অ্যাকাউন্ট নং ৩৬১৫০৬৬৮৬৪৯**	অংশ - ২ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ঢাকা এরিয়া **৩৮৪ বর্গফুট** এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৮০ বর্গফুট, **শান্তিলতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ,** একতলায় অবস্থিত বি ১২/১২৭, ব্লক নং বি, কল্যাণী, নদিয়া, পিন ৭৪১২৩৫, দলিল নং ১-৪২৮৬/১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৩-২০১৬, পৃষ্ঠা ৮০৮৭০ থেকে ৮০৮৮৬ -২০১৬ সালের। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ভবন নং ১১২/বি-১২; **দক্ষিণে :** সড়ক ৩০ ফুট চওড়া সড়ক (৭ম স্ট্রিট পি-১২/এলাকায়); **পূর্বে :** ভবন নং ১২৬/বি-১২; **পশ্চিমে :** ভবন নং ১২৮/বি-১২। **সম্পত্তি শ্রী সুকল্যাণ দাস পিতা শ্রী শঙ্কর কুমার দাসের নামে।**	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৯.০১.২০২৫ এনপিএ তারিখ ২৭.১০.২০১৯	**লোন এ/সি নং : ৩৬১৫০৬৬৮৬৪৯** **১৪,৫৯,১৪৭.০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ উনষাট হাজার একশ সাতচল্লিশ টাকা) **২৮.০১.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা উপরন্তু **২৯.০১.২০২৫** তারিখ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সঙ্গে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৮.০২.২০২৫
স্থান - কল্যাণী

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৬.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রী সরিৎ চৌধুরী,** পিতা শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ৬ষ্ঠ লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরী, স্বামী শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ৬ষ্ঠ লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা :** মোল্লারবার গুমডাঙ্গা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং জি-১, একতলায় পরিমাণ ৬৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৫৩৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া পরিচিত চৌধুরী প্লাজা নামক বহুতলে অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ১৮১০, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, এলআর দাগ নং ২১৬/১, এলআর খতিয়ান নং ১১৪১৪, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩/২১৬/এ/১২, বি সি রায় লেন, ৬ষ্ঠ লেন, বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৪-২০১৬ সালের, তারিখ ১৪.১২.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১০৫৭৫৬ থেকে ১০৫৭৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, হুগলি, রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা : হুগলি, শ্রী সরিৎ চৌধুরী এবং শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরীর নামে।	**১৮৮০৭৩০ টাকা** **(আঠার লাখ আশি হাজার সাতশ তিরিশ টাকা)** **২৭.০২.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১৬,৬৩,০০০ টাকা (ষোলো লাখ তেষট্টি হাজার)** খ) **১,৬৬,৩০০ টাকা (এক লাখ ছেষট্টি হাজার তিনশ টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) IDIB50360501050 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫)/ ২. বিবেক কুমার, শাখা ম্যানেজার (মোবইল : ৯৫৫৫৩৬৩৬৫৪)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২৭.০২.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৪.০৪.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (বিরানব্বই লাখ চল্লিশ হাজার একত্রিশ টাকা) ২৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **শ্রী নীলয় সরকার,** পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার, ১১এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৭৫ **এবং** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ১/ই ২য় তল, রামকৃষ্ণপুর, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **এবং** (এমপ্লয়ি আইডি : ১৪৭৭২৪) পদাধিকার : কনসালট্যান্ট, টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ইকোস্পেস বিল্ডিং - ১, অ্যাকশন এরিয়া - ২, নিউটাউন কলকাতা-৭০০১৫৬ **এবং** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট বি, ১ম তল, রামকৃষ্ণপুর, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য :
সম্পত্তি নং ১ : ২৪,০৪,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **২,৪০,৪০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ : ৩৯,৭৮,০০০.০০ টাকা বায়না জমা : **৩,৯৭,৮০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি - ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, একতলায় পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ৪৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং গ্যারাজ নং ৮, পূর্ব দিকে পরিমাণ আনুমানিক ৩৫৯ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া কমবেশি তরু অ্যাপার্টমেন্ট নামক বহুতল ভবনে, মৌজা : রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ৮১, আরএস ২২৫, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ২৬৭, এলআর দাগ নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৬ এবং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২, বারাসত পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১৩, হেল্ডিং নং ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। দলিল নং ১৫২৫০২৩৯৩-২০২৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৫০৬ থেকে ৬৪৫৪৩-২০২৩, ডিএসআর -৩, উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী নিলয় সরকার,** পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের নামে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : ফ্ল্যাট নং সি, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং এ, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া করিডর, লিফট এবং সিঁড়ি, পশ্চিমে : খালি জায়গা।
গ্যারেজ এর চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : গ্যারাজ নং ৯, দক্ষিণে : অফিশ নং ৭, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং ডি এবং ৪ ফুট চওড়া করিডর।
সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১ই। দোতলায় উত্তর -পূর্ব-পশ্চিম দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১২৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি তরু অ্যাপার্টমেন্ট নামক বহুতল ভবনে, মৌজা রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং ৮১, আরএস নং ২২৫, তৌজি নং ১২, আরএস দাগ নং ২৬৭, এলআর দাগ নং ২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৬ এবং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ এবং ৩৩১২, বারাসত পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১৩, হেল্ডিং নং ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (সংযুক্ত হোল্ডিং নং ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪। দলিল নং ১৫২৫০২৩৯৬-২০২৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-২০২৩, ডিএসআর -৩, উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি শ্রী নিলয় সরকার, পিতা প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকারের নামে।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ১এফ, ১ডি এবং ৪ ফুট চওড়া করিডর, পূর্বে : ৪ ফুট চওড়া করিডর, লিফট এবং সিঁড়ি, পশ্চিমে : খালি জায়গা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ০৪.০৪.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৭০,১০,৫০৬.০০ টাকা (সত্তর লাখ দশ হাজার পাঁচশ ছয় টাকা) ০৭.০৪.২০২১ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স এনএএস এন্টারপ্রাইজ,** ৭০৫, এমবি রোড, কমল পার্ক, বিরাটি, থানা - নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৫১, **অংশীদারগণ : ১) শ্রী অঞ্জন রায় ২) শ্রী দীনেশ চন্দ্র রায়** উভয়ের ঠিকানা : ৭০৫, এমবি রোড, কমল পার্ক, বিরাটি, থানা - নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৫১ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি নং ১ : ৩৫,২৩,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৩,৫২,৩০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০২.৭০ ডেসিমেল বা ১ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ১৫৭১ বর্গফুট (জি এফ ৬৭৩ বর্গফুট- এফ এফ ৮৯৮ বর্গফুট) মৌজা : বিরাটী, জেএল নং ০৭, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৬ এবং সংশোধিত ২১২। নতুন খতিয়ান নং ১০৯২, দাগ নং ১৬০, ওয়ার্ড নং ১৪, হোল্ডিং নং ১৫(৭৯), উত্তর দম দম পুরসভা অধিক্ষেত্রে, বিক্রয় দলিল নং ১-২৬০৫ -১৯৭১ এবং ১-১০৪-১৯৬৫ সালের, থানা : দম দম (পূর্বতন) এবং মিতা (বর্তমান), এডিএসআর -কাশীপুর দম দম, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি শ্রী দীনেশ চন্দ্র রায়, পিতা প্রয়াত মন্মথ নাথ রায় এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : প্রিমল কান্তি ঘোষ, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৫, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : আরতি ঘোষের প্লট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ০৪.০৪.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩৩,৮১,৬৮৪.০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ একাশি হাজার ছশো চুরাশি টাকা) ২১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতী পূরবী গোস্বামী,** স্বামী লিটন মিয়া, বসবাসের ঠিকানা - ভাটী অভয়নগর, পশ্চিম পাড়া, ক্যান্টনমেন্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম, পিন - ৭৯৯০০২। অফিস ঠিকানা - নিউ পূরবী এন্টারপ্রাইজ, ভাটী অভয়নগর, পশ্চিম পাড়া, ক্যান্টনমেন্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম, পিন - ৭৯৯০০২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **সম্পত্তি নং ১ : ৪০,২৫,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৪,০২,৫০০.০০ টাকা** ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি -১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫এ, পরিমাণ ১০৬৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ বারান্দা এবং ২ টয়লেট, ৬ষ্ঠ তলে, পরিচিত কাপ্পা ড্রিমস বহুতল ভবনে, অবস্থিত বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট, অংশ সিএস দাগ নং ৪৬১, আরএস/এলআর দাগ নং ৪৫৪, এবং জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৫ বর্গফুট সিএস দাগ নং ৪৬০(অংশ), আরএস/এলআর দাগ নং ৪৫৩, নথিভুক্ত সিএস খতিয়ান নং ২৫৫, আরএস খতিয়ান নং ২৫৫, এলআর খতিয়ান নং ২৬৩, ৩৭৫, ২১৬ এবং ৩৪৪, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ২০৭৪, মোট জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক অবস্থিত মৌজা : আটঘড়া, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৩৩, তৌজি নং ১৭২, পূর্বতন স্থানীয় রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা অধিক্ষেত্রের অধীন, ওয়ার্ড নং ৩, থানা বাগুইআটি, বর্তমানে বিধাননগর পুরসভা, ওয়ার্ড নং ৪, থানা : এয়ারপোর্ট, রাজারহাট রোড, কলকাতা : ৭০০১৩৬, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা, অধিকার, স্বত্ব স্বার্থ জমির যা প্রথম তপশিলে বর্ণিত মতে দলিল নং ১৩৩৮১-২০২৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২৩, পৃষ্ঠা ৭৯৮৬৫৮ থেকে ৭৯৮৬৮৭, এআরএ-৪, কলকাতা। **সম্পত্তি শ্রীমতি পূরবী গোস্বামী, স্বামী লিটান মিহ এর নামে।**
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : মৌজা দশদ্রোণ, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অংশ আরএস প্লট নং ৪৫৩ এবং ৪৫৪। পশ্চিমে : অংশ আরএস প্লট নং ৪৫১ এহং ৪৫২।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২৮.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভাল মানের কোচ তুলে আনতে লেভেল ওয়ান কোচিং-এর শিবির করছেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী

বিবেকানন্দ পার্কে একদিনের কোচেস ওয়ার্কশপে ডানদিক থেকে বিশ্বজিৎ মুখার্জী, রাজেশ দানি, হিমাদ্রী দত্ত, অরিজিৎ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় ক্রিকেট খেলতেন। এখন ক্রিকেট খেলোয়াড় তুলে আনেন। তিনি বেহালা ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের প্রধান কোচ বিশ্বজিৎ মুখার্জী। এবার শুধু ক্রিকেটার তুলে আনার দায়িত্বই নন, কোচেরাও যাতে সফলভাবে ক্রিকেটারদের কোচিংয়ে নজর দিতে পারেন সেদিকেই নজর দিলেন। বিশ্বজিৎ মুখার্জী সহ আরও কয়েকজনের উদ্যোগে তৈরি হল বেঙ্গল ক্রিকেট কোচেস অ্যাসোসিয়েশন। যার মূল উদ্দেশ্যই হল, লেভেল ওয়ান গ্রেডের কোচ যাতে বাংলা আরও বেশি পায়। তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কোচিংয়ে আগ্রহীদের নিয়ে বিবেকানন্দ পার্কে হয়ে গেল একদিনের কোচিং ওয়ার্কশপ। যেখানে আধুনিক টেকনিক্যাল বিষয়ে কোচিংয়ে এডুকেটেড করলেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী। তারসঙ্গেই ছিলেন রাজেশ দানি, হিমাদ্রী দত্ত, অরিজিৎ মজুমদারের মতো কোচ। ২৪ জনকে নিয়ে এই ওয়ার্কশপ হয়। এরপর মার্চের ৩ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত লেভেল ওয়ান কোচিং কোর্স করানো হবে। যেখানে হাজির থাকবেন প্রাক্তন এনসিএ ডিরেক্টর ও প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক ও প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় সন্দীপ পাটিল। এছাড়াও থাকবেন এনসিএ'র প্রাক্তন ব্যাটিং প্রধান দীনেশ নানাবতী ও প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার গৌতম সোম। বিশ্বজিৎ মুখার্জীর আশা, এই কোর্স থেকেই সেরা কোচেরা উঠে আসবেন বাংলায়।

বৃষ্টির সৌজন্যে সম্মান রক্ষা!

বাতিল বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে দ্বিতীয়বারের মতো রাওয়ালপিন্ডিতে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ টস ছাড়াই বাতিল হয়েছে। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে বাতিল হলে, প্রতিটি দল এক পয়েন্ট পেয়েছিল। বৃহস্পতিবারও একই দৃশ্য দেখা গেল। রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে তাদের শেষ ম্যাচের জন্য মাঠে নামতে পারেনি।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। সেকারণে এই ম্যাচটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ যে দল এই ম্যাচটা জিততে পারত, তারা কিছুটা হলেও সম্মান পুনরুদ্ধার করতে পারত। কিন্তু বৃষ্টি সেই আশাতেও জল ঢেলে দিয়েছে। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান দেশ। তাদের থেকে এই রকম হতাশাজনক পারফরমেন্স দেখে হতাশ হয়েছেন পাকিস্তানি দর্শকরা। প্রাক্তন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে পাকিস্তানকে টুর্নামেন্টের গভীরে যাওয়ার জন্য এক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের প্রথম দুটি ম্যাচে নিউ জিল্যান্ড এবং ভারতের কাছে পরাজিত হওয়ার পরে তাদের কখনোই প্রতিযোগিতামূলক মনে হয়নি। পাকিস্তানের সেই পরাজয়ের পর থেকেই দল ও ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ও দলের ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে নানা রকমের গুঞ্জন উঠেছে। বিশেষ করে দলের সেরা খেলোয়াড়দের, যেমন বাবর আজম, শাহীনে আফ্রিদি, হারিস রাউফ, এবং নাসিম শাহের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই খেলোয়াড়রা পাকিস্তানের মূল স্তম্ভ হওয়ার পরও তাদের ব্যাটিং এবং বোলিং পরিকল্পনা নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে।

বিশেষ করে, অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ভারতের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষামূলক ব্যাটিংয়ের জন্য সমালোচিত করা হয়েছে। পুরো পাকিস্তান দলকে আধুনিক ক্রিকেটের বাইরে পড়ে যাওয়া এবং পুরানো ধাঁচের ক্রিকেট খেলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। তারা অনেক নেতিবাচক মন্তব্যের মুখোমুখি হয়েছে।

বাংলাদেশও একই রকম সমস্যার মধ্যে পড়েছে, এবং তারা পাকিস্তানের মতোই দুটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ম্যাচ হেরে ফেলে। এর ফলে তাদের পাঁচটি ম্যাচে হারানোর পর তারা সারা বিশ্বে আরও বেশি সমালোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ দলেও ব্যাটিংয়ের অভাব এবং বোলিং আক্রমণের প্রতি স্বীকৃতির অভাব দেখা গেছে।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পুণের ধর্ষণকাণ্ডে অধরা অভিযুক্ত

নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: পুণেতে মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহণ নিগমের বাসে ২৬ বছর বয়সি এক তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনায় এখনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পুণের ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে এ বার মুখ খুললেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ও। তাঁর মতে, শুধুমাত্র আইন করে এ সব ঘটনা বন্ধ করা যাবে না। মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনগুলি যাতে সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হয়, সে জন্য আইনের পাশাপাশি সমাজের কাঁধেও বড় দায়িত্ব থাকে বলে মনে করছেন চন্দ্রচূড়।

মঙ্গলবার ভোরে পুণের স্বর্গেট বাসস্ট্যান্ডে একটি ফাঁকা বাসে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কড়া পরীক্ষার মুখে পড়েছে পুণে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তের খোঁজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। পুলিশের ১৩টি দল তৈরি করে অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে। অভিযুক্ত ধরা না-পড়ায় মনস্তাত্ত্বিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে পুলিশের অন্দরেও। অভিযুক্তের খোঁজ দিতে পারলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে পুলিশ।

পুণের ঘটনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ২০১২ সালে দিল্লির গণধর্ষণকাণ্ডের কথাও তুলে ধরেন শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁর মতে, ওই ঘটনার পর থেকে আইনে অনেক কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলি আটকানো সম্ভব হয়নি। নারী নির্যাতনের ঘটনা রুখতে সমাজের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন চন্দ্রচূড়। পাশাপাশি আইনগুলি যাতে সঠিক ভাবে কার্যকর হয়, সে কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। চন্দ্রচূড়ের কথায়, 'এ সব ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা এবং পুলিশের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে।'

তাইওয়ানের জল ও আকাশসীমার কাছে যুদ্ধ মহড়া শুরু করেছে চিনা ফৌজ

তাইপেই সিটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: এবার যুদ্ধের মেঘ ঘনাচ্ছে তাইওয়ানে! গত কয়েক মাস ধরে ঝাঁকে ঝাঁকে চিনা যুদ্ধবিমান তাইওয়ান প্রণালীর মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে। বহুবার সেগুলো তাইওয়ানের এয়ার ডিফেন্স জোনেও ঢুকে পড়েছিল। জলসীমায় তৎপরতা দেখা গিয়েছে চিনা রণতরীও। লালফৌজের এই অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসানে বেজায় ক্ষিপ্ত তাইপেই। উত্তেজনার পারদ চড়ছে দুদেশের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে ফের একবার গা জোয়ারি 'ড্রাগনে'র। তাইওয়ানের জল এবং আকাশসীমার কাছে নতুন করে 'যুদ্ধ মহড়া' শুরু করেছে চিনের পিপল্ স লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)। পালটা সেনা মোতায়েন শুরু করেছে তাইওয়ানও।

জানা গিয়েছে বুধবার এক বিবৃতি দিয়ে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, 'যুদ্ধের উসকানি দিয়ে ফের মহড়া শুরু করেছে চিনের ফৌজ। তাইওয়ান প্রণালীর দক্ষিণ উপকূলের বিমানবাহী রণতরী এবং অন্তত ৪৫টি যুদ্ধবিমান নিয়ে মহড়া শুরু করেছে চিন। বেজিংয়ের এই একতরফা পদক্ষেপে বাণিজ্যিক উড়ান ও জাহাজ চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে।' এনিয়েও পালটা বিবৃতি দিয়েছে বেজিংও। তাইওয়ানের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করে সেদেশের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, 'প্রশিক্ষণের জন্য এই মহড়া চলছে।'

বলে রাখা ভালো, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথমবার তাইওয়ান প্রণালীতে প্রবেশ করে জাপানের যুদ্ধজাহাজ। প্রশ্ন ওঠে চিনকে চোখ রাঙিয়েই কি নয়া কৌশল নিয়েছে কোয়াড জোট? ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও আমেরিকা মিলে তৈরি হয়েছে 'কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ' বা কোয়াড গোষ্ঠী। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই জোটের একটি সামিটের পরই পূর্ব চিন সাগর থেকে জাপানি নৌসেনার সাজানমি নামে একটি ডেস্ট্রয়ার রণতরী তাইওয়ান প্রণালীতে প্রবেশ করে। সঙ্গে ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের জাহাজও। এ নিয়ে টোকিওর দাবি ছিল, আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিজেদের জাহাজ চলাচলের অধিকারের উপর জোর দিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। চিন-তাইওয়ান সংঘাতে আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাইপেইয়ের পাশে রয়েছে জাপান। ফলে তাইওয়ান প্রণালীতে জাপানি যুদ্ধজাহাজের প্রবেশে ক্ষেপে লাল হয় বেজিং। এই পদক্ষেপ তারা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি।

উল্লেখ্য, বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে এসেছে চিন। তবে বেজিংয়ে ক্ষমতার রাশ শি জিনপিংয়ের হাতে আসার পর থেকেই আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট দেশটি। একাধিকবার জোর করে তাইওয়ান দখলের কথাও বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি। তার পর থেকেই আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছে তাইওয়ান। লালফৌজের হামলা ঠেকাতে সামরিক বাহিনীকে অত্যাধুনিক হাতিয়ারে সাজিয়ে তুলছে তাইওয়ান। নিজেদের মাটিতেই শক্তিশালী সাবমেরিন তৈরি করেছে দ্বীপরাষ্ট্রটি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

টেন্ডারনোটিশ

লাভপুর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ২ টি drain, সোলার লাইট-৩ টি ও ১ টি মার্কেট কমপ্লেক্স কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, যাহার টেন্ডার নোটিশ নং-13, 14/LAB-IGP/24-25, মোট টেন্ডারমূল্য ২০,০০০,০০/ টাকা, টেন্ডারের বিশদ তথ্য জানার জন্য Visit -http//wbtenders.gov.in ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

প্রধান
লাভপুর ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS

NOTICE INVITING TENDER
NIT(e)/07/ROAD ROLLER/ FEBRUARY-02/2024-25
Memo No. : 4851/MC-11
Date: 25.02.2025
(Submission of Online Bid)

The Chairman, Naihati Municipality, West Bengal, invites e-tender for procurement of **Static Road Roller of 8-10 Ton capacity.** (Submission of Bid through online). **Fund:**15th FNC tide fund. Intending Tenderer may download the tender document from the e-tender portal of Govt. of West Bengal at "e-procurement/ municipality" The submission of bids should only be through online at **http://wbtenders.gov.in.** Bid Submission start date & time (online) - **27.02.2025 after 14:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online):**15.03.2025 after 16:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online) : **17.03.2025 after 16:00 Hrs.**

Sd/- Chairman,
Naihati Municipality

GOODLUCK CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
[Regd. No. 109/RTAH/LIG of 2007]
Regd. Add.- 12/A Balaram Dey Street, Kolkata – 700007

TENDER NOTICE

GOODLUCK CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., intends to build one G+ 4 storied building on **Plot No. 86 in Block No. DB, New Town, Kolkata, LIG (C)** for which the said society desires to appoint one reputed Contractor for seeking tenders with regard to Building Construction as per Act, Quotation submission end date 10-03-2025. Interested Contractors are requested to contact the undersigned within end date.

Chairman
Shailendra Kumar Yagnick
Ph No. : 7686915953

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

মগরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত
বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

টেন্ডার নোটিশ

অনলাইনে টেন্ডার নোটিশ যাহার সংখ্যা 105/M-II/2025, Date 24.02.2025 দুটি কাজের দরপত্র জমা করিবার শেষ তারিখ 07.03.2025, 12.00 ঘটিকা পর্যন্ত।

Tender ID List
2025_ZPHD_819919_1
2025_ZPHD_819919_2

আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য **https://wbtenders.gov.in** এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণের জন্য।

স্বাক্ষর
প্রধান,
মগরা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত
বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal ,Dist.: 24 pgs (S)

ABRIDGE NIT

On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for 1nos. BP road, 1 no. boundary wall & 1 no. community latrine under Gangasagar GP **(vide NIT NO.18-20).** The Estimated Cost of each scheme including GST & L. Cess is **Rs 347958, 277399 & 195559.** respectively. The last bid submission date is **07/03/2025 till 06:00 pm.** Visit to our GP Office.

Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
2.	Construction of Mastic Asphalt Road	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-02/2024-25(4thCall)	21.12	17.03.2025 at 2.00 PM
3.	Construction of Mastic Asphalt Road		15.69	
4.	Restoration of Water Body	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-07/2024-25(4th Call)	43.62	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

Chairman, Kanchrapara municipality invites tender in two Cover Bid under e-tendering system for the work of "Water body rejuvenation work of Ranaghat Colony at ward no- 20, under Kanchrapara Municipality. (2nd Call). **NIT: KPM/NIT-09/23-24/SL-1/II Dt: 27/02/2025, Tender ID: 2025_MAD_820816_1.**

Sl. No.	Name of Work	Amount put to Tender	EMD (Rs.)	Period of Completion
1.	Water body rejuvenation work of Ranaghat Colony at ward no – 20, under Kanchrapara Municipality. (2nd Call). (Amrut 2.0)	Rs. 18,84,073/-	Rs. 37,681/-	90 days

Please visit: **www.wbetender.gov.in** for further details.
Sd/- **Chairman, Kanchrapara Municipality**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

1. e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/041(e)/2024-25, dt. 22.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection in to the Ward No. 1.

2. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/042(e)/2024-25, dt. 22.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection in to the Ward No. 2.

3. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/043(e)/2024-25. dt. 22.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection in to the Ward No. 3.

4. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/044(e)/2024-25, dt. 22.02.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for the purpose of SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection in to the Ward No. 4.

Documents download start date & Bid submission start date- **24.02.2025.** Bid Submission Closing Date- **06.03.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-10/24-25 (2nd Call), Memo No-167, Date-22/02/2025 & WBPMID/DAS-I/EO/NIT-11/24-25, Memo No-168, Date-22/02/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **22.02.2025.** Bid Submission end Date- **28.02.2025.** Bid Opening Date- **03.03.2025 .** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

Architects and Engineers are hereby invited to submit the quotation for the Architectural job (plan, sanctioning from NKDA, supervision, working drawing & obtaining OC) including structural design for G+4 Residential Building with Nos. of flats of DOREMI Co-operative Housing Society limited, having its Plot at Premises no. **08-0839, Plot No. AA-IIIB-154A,** Action Area - IIIB, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **Box No : T2802/2024-25 of newspaper EKDIN PATRIKA, Narasingha Broadcasting Pvt. Ltd. 1, Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no 306(S) Kolkata-700001,** The Selection Process is the discretionary part of the society.

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 54/WS/ Eng/25 Dt. 22.01.25

Bid Submission period: 05.03.25 instead of 25.02.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

E-TENDER NOTICE

Tender Notice Number: KDHM/42/PWD/01/24-25 to KDHM/42/PWD/03/24-25
E-Tender ID: 2025_MAD_820803 1 to 2025_MAD_820803_3

Categories of Work: Construction of Road, Drain, Etc. Last date of Submission on **10.03.2025 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman**
Khardah Municipality

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 01 e-tender in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide Memo No. 1304/DDM/GEN/24-25 Dtd. 27.02.2025, Last Date for Dropping Bid - 15.03.2025, technical bid opening date - 17.03.2025

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

DAKSHIN GANGADHARPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.-MOTILAL, P.O- DURGANAGAR, P.S-DHOLAHAT
DIST-SOUTH 24 PARGANAS,PIN-743399

ABRIDGED NIT

On behalf of DakshinGangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 Parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Tree(3) nos Civil workswithin the GP area. The Estimated Cost excluding GST &L. Cess are **Rs. Tender IDs are 293600/-,293600/-,229660/-and 2025_ZPHD_820654_1, 2025_ZPHD_820660_1, 2025_ZPHD_820675_1** respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **05/03/2025 up to 04:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.

Sd/ Pradhan,
Dakshin Gangadharpur GP

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 1147/GM/NIT/SWM/24-25, Dated: 27/02/2025
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-14(e)/24-25, DT:-28/02/ 2025

The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Land Development work for setting up SWM Processing unit within Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **24/03/25.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

AIC/ Agro/e-EOI/2024-25/ 212 Dated- 27-02-2025

e-EOI is invited by the Agronimist on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd. 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Nurseries/ Firms/ Companies for their Empanelment of Vendors/ Agency for supply of Saplings & Agri-Inputs under different Government Schemes and other public/ private sector. EOI document may be downloaded from **http:// wbtenders.gov.in.** Application submission start date- **27-02-2025 after 5.00 pm.** Application submission end date **21-03-2025 pm before 5.00 pm** as per e-EOI.

Dated: 27-02-2025 **Sd/- Assistant Production Manager**

Office of the
Talibpur Gram Panchayat
P.O-Talibpur : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender Notice No :- 007/TGP/2024-25 , 008/TGP/2024-25 , 009/TGP/2024-25, 010/TGP/2024-25 & 011/TGP/2024-25 Date: 25/02/2025

Tender Id- A) 2025_ZPHD_820362_1 to 2025_ZPHD_ 820362_6 B) 2025_ZPHD_820449_1 to 2025_ZPHD_ 820449_11 C) 2025_ZPHD_820690_1 , 2025_ZPHD_ 820690_2 D) 2025_ZPHD_820694_1 to 2025_ZPHD_ 820694_3 E) 2025_ZPHD_820699_1

Tenders are invited by the Prodhan, Talibpur Gram Panchayat, Talibpur, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Drain/Roads/High Mast Solar/Solar street Light/WTP/Tubewell materials supply) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http:// wbtenders.gov.in**

Information to bidders:

Last date and time for downloading of tender documents	07/03/2025 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	07/03/2025 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	10/03/2025 after 12.00 PM. (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice. By Order:-

Sd/- Prodhan
Talibpur Gram Panchayat

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Corrigendum Notice

Corrigendum Title: Change in EMD value
Corrigendum Title: Organization Chain: MUNICIPAL AFFAIR DEPARTMENT/URBAN LOCAL BODIES/GOBARDANGA
1) Tender Reference Number: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-12(e)/24-25 (2nd call)
Tender ID: 1)2025_MAD_817612_3

This has been notified by the undersigned that the Earnest money of Sl. No -6 of Table -I to be read as **Rs. 53304.00** in place of **Rs. 73, 304.00.**

2) Corrigendum Title: Change in Date and Time schedule Organization Chain: MUNICIPAL AFFAIR DEPARTMENT/URBAN LOCAL BODIES/GOBARDANGA Tender Reference Number: WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-13(e)/24-25 (2nd call)

This is notified that the Date and time schedule of above reference tender has been changed by the undersigned for following tender IDs.

The Tender ID is as follows.

Tender ID: 1)2025_MAD_818526_6, 2)2025_MAD_818526_7, 3)2025_MAD_818526_8 4)2025_MAD_818526_9, 5)2025_MAD_818526_10, 6)2025_MAD_818526_11

Rectified" Date and Time schedule "of page no. 05 of above tender to be read as.

Sl. No.	Particulars	Date & Time
1.	Date of uploading of e-NIT Tender Documents (online) [Publishing date]	24/02/2025 at 11:00 Hrs.
2.	Document download starting date (online)/ sell starting date (on line).	24/02/2025 at 11:30 Hrs.
3.	Date of starting of Bid submission i.e. opening date (on line)	24/02/2025 at 12:00 Hrs.
4.	Last date & time for bid submission i.e. closing date (on line)	10/03/2025 at 17:00 Hrs.
5.	Date of opening technical proposal (on line)	12/03/2025 at 11:30 Hrs.
6.	Date of uploading of list of technically qualified bidders (online)	Will be notified Later on
7.	Date of opening of financial proposal (on line)	Will be notified Later on
8.	Date of uploading of list of bidders along with the rates through (online), also if necessary for further negotiation through (offline) for final rate.	Will be notified Later on

SD/ Executive Officer
Gobardanga Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
বায়োস্কোপ

শুধু সিনেমা জগৎই নয়, সাহিত্য জগতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ

ডাঃ শামসুল হক

সিনেমা জগতের একজন নামী অভিনেতা হিসেবেই আমরা চিনি সেই মানুষটিকে। নিজের বহুমুখী প্রতিভার দৌলতেই সব ধরণের অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম ও অর্জন করেছেন তিনি। আর প্রতিটি দর্শকেও তিনি তাঁর নিজস্ব অভিনয়ের গুণে এতটাই মোহগ্রস্থ করে তুলতেন যে, সিনেমার পুরোটা না দেখলে বোঝার ও উপায় থাকত না ঠিক কেমন ধরণের চরিত্রাভিনেতা ছিলেন তিনি। সোজা কথায়, সবধরনের চরিত্রকেই একেবারে নিখুঁত অভিনয় দক্ষতার গুণে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তাই সিনেমা জগতের সেই সব্যসাচী অভিনেতাকে ভুলতেও পারেননি সিনেমাপ্রেমী কোন মানুষজনই।

তিনি অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিরাজমান ছিলেন সিনেমার পর্দা জুড়ে। সেই ১৯৫১ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার ছবির মাধ্যমেই সিনেমা জগতে প্রবেশাধিকার ঘটে তাঁর। সেইসময় সত্যজিৎবাবুর মতো খুঁতখুঁতে পরিচালকের ছবিতে সুযোগ পাওয়াও মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু তাঁর হাত ধরে সেদিনের সেই আনকোরা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় নীরব অনুপ্রবেশের ঘটনা সকলকে ভীষণ অবাক করেও দিয়েছিল।

তারপর ষাট বছরেরও বেশি সময় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে দাপটের সঙ্গেই অভিনয় করে গেছেন তিনি। আর সেই সময়ের মধ্যে সত্যজিৎ রায় ছাড়াও মৃণাল সেন, অজয় কর, সলিল মজুমদার, তপন সিংহ সহ নামীদামী আরও অনেক পরিচালকদের ছবিতে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। সিনেমা জগত ছাড়া নাট্য জগতেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

প্রতিভাবান সেই মানুষটির প্রতিভার দৌড় কিন্তু শুধুমাত্র চলচ্চিত্র শিল্পের জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে চুটিয়ে চালিয়ে গেছেন আবৃত্তিও। আছে অনেক রেকর্ডও। অনেক নামীদামী কবির কবিতা তাঁর কণ্ঠের জাদুতে ভীষণ শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছিল। আবৃত্তি করেছেন তাঁর নিজের লেখাও অনেক কবিতা।

কাব্য সাহিত্যের জগতেও প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন বহুমুখী প্রতিভাধর সেই মানুষটি। নিয়ম করে লিখতেন অন্যান্য রচনাও। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল বলেই অবশ্য সেই কাজ করা সম্ভব ও হয়েছিল তাঁর পক্ষে। কলকাতার বই পাড়ার প্রকাশকরাও অতি উৎসাহের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন তাঁর অনেক গ্রন্থও। সময়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও কবিতা , প্রবন্ধ সহ বেশ কয়েকটা বইও লিখেছেন তিনি । লিখেছেন চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবান জীবন কাহিনীও। ২০১৪ সালে লেখা মানিকদার সঙ্গে, এই শিরোনামে লেখা সেই গ্রন্থখানা পাঠক মহলে ভীষণ সমাদৃত ও হয়েছিল।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ নজীর সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। ভালবাসার কবিতা, হতাশার কবিতা, আনন্দ উদ্বেগের কবিতা, সব মিলিয়ে আবার ভীষণ জমজমাট হয়ে উঠত তাঁর কবিতার খাতাও। নিসর্গের নিখুঁত ছবিও ফুটে উঠত তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। তাইতো তাঁর ই কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছিল সেই কবিতা যা নাড়িয়ে দিয়েছিল সকলের মনকেও। তিনি লিখেছেন —

শব্দহীন গান শোনে আজ ও জোনাকির ভিড়ে মহানিম
গ্রামাঞ্চলে অন্ধকার দীর্ঘ মাঠে পৌষের হিম,
আমার শৈশব আমি ভুলব না
মাটিতে শুকনো শিশির, আমি তবু মুঠি খুলব না ...

১৯৩৫ সালের ১৯ শে জুন জন্ম তাঁর কলকাতায়। তাঁর বাবার চাকরির সুবাদে নিজের পরিবারের সঙ্গেই তাঁকেও অবশ্য ঘুরতে হয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। তাই স্কুল পর্বের পড়াশোনার কাজ তাঁর চলেছিল বিভিন্ন স্কুলেই। অবশেষে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন সিটি কলেজে । সেখান থেকেই স্নাতক হন তিনি। তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ আর্টসে ভর্তি হন তিনি। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে এবং তাঁর অনুপ্রেরণাতেই অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন তিনি। নিজস্ব অভিনয় দক্ষতার গুণে পেয়েছেন অনেক পুরস্কারও। ২৯৯১ সালে জাতীয় পুরস্কার, ২০০০ সালে অর্জন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি .লিট। ২০০৪ সালে পদ্মভূষণ, ২০১২ দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার এবং ওই বছর ই নাট্য অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড ও পান তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বঙ্গ বিভূষণ পুরস্কার পান ২০১৭ সালে। ফ্রান্স সরকারের তরফ থেকেও তিনি পেয়েছেন যথাযোগ্য সম্মাননা।

২০২০ সালের ১৫ই নভেম্বর বেলভিউ নার্সিং হোমে মারা যান তিনি। তার আগে জ্বর আসে তাঁর। করোনা সন্দেহে ভর্তি করা হয় নার্সিং হোমে। প্রথমের দিকে একটু সুস্থ হলেও পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে সকলকে কাঁদিয়ে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন তিনি।

এক অসত্য ঘটনা অবলম্বনে ভালোবাসার ছবি অমর সঙ্গী

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মৃতা মায়াবী প্রেমিকার শিহরণ জাগানো মায়াবী প্রেমের সুরেলা গান শুনে, তার পিছু পিছু সম্মোহিতের মত ছুটে চলেছে কাহিনীর নায়ক, তা সে যতই পূর্ব জন্মের হোক না কেন সেই প্রেমিকা। এই ধরনের সিনেমা আমাদের দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু অল্প বয়সের বা টিন এজের প্রেমের একটি ছবিকে ভৌতিক মোড়কে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন পরিচালক দিব্য চট্টোপাধ্যায়। একদা সুপার-ডুপার হিট প্রেমের ছবি 'অমর সঙ্গী' নামের সাদৃশ্যে এই নতুন ছবিটির নামও 'অমর সঙ্গী'। এই ছবির নায়ক অনুরাগ এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাম্প্রতিক 'পারিয়া' খ্যাত পশুপ্রেমী অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায়। নায়িকা জয়ীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সোহিনী সরকার। শৈশব থেকেই তাদের বন্ধুত্ব এবং ভালোবাসা । কিন্তু সেই ভালোবাসা বা প্রেম পরিণতি পাবার আগেই ঘটে যায় অঘটন। হার্ট অ্যাটাক জনিত কারণে মৃত্যু হয় এই ছবির নায়িকা জয়ীর। কিন্তু এই মৃত্যু তাদের প্রেমে বিচ্ছেদ আনতে পারে না। অতৃপ্ত প্রেমের টানে অশরীরী জয়ীর সাথে মৃত্যুর পরেও নায়ক অনুরাগের প্রেম জমে ওঠে। অশরীরী জয়ী কে কেউ দেখতে পায় না শুধু অনুরাগ ছাড়া। এই ছবি দেখতে গেলে খুব একটা ভূতের ভয় না লাগলেও, যে সমস্ত দর্শকেরা প্রেমের ছবি দেখতে ভালোবাসেন, তাদের মনে একটা আলাদা অনুভূতির জন্ম দেয়। অনুরাগের চরিত্রে বিক্রম চট্টোপাধ্যায়ের অন্যত্র বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে, এই পার্থিব এবং অপার্থিব ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখতে একাগ্র প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া, প্রেমের গল্প ছেড়ে ভৌতিক ভালোবাসার গল্প লেখা এবং জয়ীর চরিত্রে সোহিনী সরকারও তার প্রিয় পাত্রের সঙ্গে অন্য সঙ্গীনিকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে ভালোবাসার জন্য যে মর্মবেদনা তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। হরর কমেডির প্রত্যাশা পূরণ না করলেও, যে সমস্ত দর্শকেরা প্রেমে মজে আছেন বা প্রেমের ছবি দেখতে ভালোবাসেন তাদের বেশ ভালো লাগবে এই ছবি। ছবির গল্পটি বাস্তবচিত না হওয়ায় তাদের মনে হতে পারে এরকম ঘটনা বাস্তবে কেন হয় না? দামি স্টার হিসেবে খ্যাতি না থাকলেও ছোট পর্দা থেকে উঠে আসা অভিনেতা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় যে তার অভিনয়ের ক্ষেত্রগুলি তে যথেষ্ট পরিণতি লাভ করেছে, এই ছবিতে তার সাবলীল অভিনয় থেকে বুঝতে পারা যায়। অভিনেত্রী সোহিনী সরকার পর্দায় তার অশরীরী চরিত্রের ভালোবাসার দৃশ্যগুলিতে দর্শকদের অবশ্যই মন কাড়বে। 'ড্রিমস অন সেল', 'হ্যান্ডি ক্রাফটস পিকচারস' এবং অরুনাভ ঘোষ এর প্রযোজনায় তৈরি এই ক্ষ্মঅমর সঙ্গীক্ষ্ম সিনেমাটির সঙ্গে ইংরেজি 'ঘোস্ট' সিনেমাটির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । হিন্দি সিরিজে ডার্ক কমেডি লেখার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পরিচালক দিব্য চট্টোপাধ্যায় এবং অরিত্র সেনগুপ্ত এই দুজনের সহযোগিতায় গল্পটি তৈরি হয়েছে। শৈশবের প্রেমিকা মারা গিয়ে ভূত হয়ে যাওয়ার পরেও অতৃপ্ত প্রেমের টানে ফিরে এসে বলছে 'বলেছিলাম না সারা জীবন পাশে থাকবো' । আবার কোন সময় বলছে 'ভুত ভুত বলে সব সময় খোঁটা দিবি না কিন্তু, তাহলে মাথাটা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে'। উত্তরে সশরীরে বেঁচে থাকা প্রেমিক বলে 'আমি যদি অনেক দূরে চলে যাই, তুই কি আমার পিছন পিছন আসতে পারবি?' প্রশ্নের জবাবে ভূত হয়ে যাওয়া প্রেমিকা জানায় 'টেকনিক্যালি পারবো কিন্তু ভূতেরা এত ঘর কোনো হয় না, তাই এদিক ওদিক করতে ভালো লাগেনা'। এরপর ছবির প্রেমিক নায়ক অনুরাগ বলে ওঠে, 'ঘর কোনো, আমিও ঠিক তাই। তাই আমি এদিক ওদিক অন্য কারো সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারবো না'। রোমান্সে ভরপুর এই সমস্ত সংলাপে আত্মার সঙ্গে মানুষের অদ্ভুতুড়ে প্রেমের দৃশ্য গুলিতে খুব সুন্দর মানিয়েছে বাংলা সিনেমার নতুন রোমান্টিক জুটি বিক্রম এবং সোহিনীকে। অপেক্ষাকৃত ভাবে পার্শ্ব চরিত্রগুলির আরো সাবলীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সংগীতের ব্যবহার এই ছবিটিতে মোটামুটি ভালোভাবেই করা গেছে। ঋষি চন্দ এবং অভী কের গাওয়া 'মনিহারা' এবং অর্কপ্রভ মুখোপাধ্যায় এবং সৃজনীর 'কি আর বলব আমি' গান দুটি বেশ শ্রুতিমধুর। এছাড়াও এ ছবিতে গান গেয়েছেন চক্রপানি দেব। তার গাওয়া 'রাইকমল' গানটিও বেশ শ্রুতিমধুর, গানটির মিউজিক করেছেন তমালিকা গোলদার। সোমেশ্বর অলি এ ছবির একটি গান লিখেছেন। অন্যান্য ছবির থেকে অনেক কম বাজেটের মধ্যেই পরিচালক দিব্য চট্টোপাধ্যায় এ ছবির শুটিং শেষ করেছেন। শুটিংও হয়েছে প্রধানত কলকাতাতেই। এই ছবিটির সিনেমাটোগ্রাফার অভিমন্যু সেনগুপ্ত যথেষ্ট দক্ষতার সাথে কর্ম সম্পাদন করেছেন। ছবিটিকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য পরিচালক অনেকগুলি ক্যামিও চরিত্র ব্যবহার করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মধুমিতা, অঙ্কুশ, তথাগত, অনুরাধা, অঙ্গনা এবং আরো অনেকে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবে সিনেমাটির দৈর্ঘ্যের প্রয়োজনে অনেকাংশে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক পুনরাবৃত্তির শুটিং করা হয়েছে বলে মনে হয়। বিশেষ করে সিনেমাটির দ্বিতীয়ার্ধ অনেক বেশি মন্থর। নায়কের বন্ধুর চরিত্রে অনিরুদ্ধ গুপ্ত , শ্রীমা ভট্টাচার্য্য এবং দিব্যাসা দাস যথেষ্ট সাবলীল অভিনয় করেছেন। সব মিলিয়ে প্রেমের মাসের প্রাক্কালে নতুন রোমান্টিক জুটি বিক্রম-সোহিনীর রসায়নে অদ্ভুতুড়ে প্রেম কাহিনী 'অমর সঙ্গী', প্রেমে মজা দর্শক মহলে সাড়া ফেলেছে।

তিনি বাংলা কমার্শিয়াল মুভির এক নতুন নির্মাতা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই মানুষটি সম্প্রতি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন 'খাদান' নামক অ্যাকশন ফিল্মটি যা আপামর বাঙালির কাছে একটি চিত্তাকর্ষক সিনেমা। যার হাত ধরে মুক্তি পেয়েছে অন্য ঘরানার কিছু নাটক যেগুলি অপ্রচলিত এবং নিত্যনৈমিত্তিক জ্ঞান পরিধির একেবারে বাইরে তিনি কলকাতার এক ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, এক অন্যতম বাঙালি পরিচালক সুজিত দত্ত যিনি সুজিত রিনো দত্ত নামেও বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচিত। ২০২২ সালে মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে তার পরিচালিত একটি অন্য ধাঁচের সিনেমা 'দ্য সিটি অফ জ্যাকলস' যে চলচ্চিত্রটি সেই বছর ভুয়াসী প্রশংসা এবং করতালি অর্জন করেছিল। এই ছবিটি তার পরিচালক জীবনের প্রথম ছবি। তিনি এই ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন কলকাতা নগরীর দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের ওপর যেটি ছিল এক অসামান্য অনন্য বিষয়। ১৯৮১ সালের ২৬ শে জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এই পরিচালক। সুজিত বাবু প্রথম কর্মজীবন শুরু করে ২০০৩ সালের মে মাস থেকে। তিনি মিঠুন চক্রবর্তীর একজন গুণমুক্ত ভক্ত ছোটবেলা থেকেই ডান্সার মিঠুন চক্রবর্তী অ্যাক্টর মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখে বড় হয়েছেন এবং মিঠুন চক্রবর্তীর মতো সফল মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। খাদান ছবির প্রসঙ্গে সুজিতবাবুর বক্তব্যে উঠে এসেছে খাদানের আগেও কয়লা খনি নিয়ে তিনি ছবি তৈরি করেছেন বটে কিন্তু বাংলায় খাদান এর মত কয়লা খনিকে নিয়ে কাজ কোনোভাবেই কোনদিনই উপস্থাপিত করেননি তিনি এর আগে। তিনি এই কাজ করতে পেরেছেন কারণ তার নিজের বড় হয়ে ওঠা বাঁকুড়ার কয়লা খনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। জীবনের ওঠাপড়া এবং জীবনযাত্রার নানান দিক বিশেষ করে এই কয়লাখনি অঞ্চলের জীবনযাত্রা তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেটাই তিনি এই খাদান ছবিতে একেবারে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। ২০১৫ সালে সুজিত দত্ত কয়লাখনি নিয়ে একটি বৃহত্তর ছবি বা বানানোর স্বপ্ন দেখেন কারণ এর আগে তিনি কয়লা খনি নিয়ে যে ছবিগুলি বানিয়েছেন সেগুলি একটাও তিনি

নির্মাণ করে উঠতে পারেননি। বিভিন্ন গল্প নিয়ে কাজ করতে করতে অবশেষে খাদান লেখা শুরু করেন ২০১৮ থেকে ১৯ সালের মধ্যে। সেই থেকে শুরু হয় দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারের সাথে পথ চলা।

অভিনেতা এবং প্রযোজক দেবের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সুজিত বাবু জানিয়েছেন, দেব যে সুপারস্টার সেটা উনি বুঝেই উঠতে পারি নি। অনেক পরে প্রমোশনের সময় গিয়ে উনি বুঝেছেন, দেব কতবড় সুপারস্টার। দেব খুবই সাধারণ, মধ্যবিত্ত বিষয়টাই ওঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনও সুপারস্টারের অনেক ট্যানট্রাম থাকে, তাঁরা স্টারডম বিষয়টা জানান দেন। তবে দেবের মধ্যে ট্যানট্রাম বিষয়টাই নেই। দেবের মধ্যে মাটির গন্ধটা এখনও আছে। তার কাছে যীশু সেনগুপ্ত দেবের মতই খুবই সাধারণ। দেব আর যীশুদা দুজনেই যাকে বলে একেবারে মাটির সাথে মিশে যাওয়া মানুষ। দেব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন যে এই সিনেমাতে দেবের সাথে কাজ করাই তিনি সব থেকে কম্ফোর্টেবল বলে মনে করেছেন কারণ দেবের সাথে একেবারে বন্ধুর মত মিশে যাওয়া যায়। আজকে দেবের জন্যই তিনি নো ওয়ান থেকে সামওয়ান হয়েছেন। টিম স্পিরিট হার্ড ওয়ার্কিং এর যদি কোন উদাহরণ হয় তাহলে সেই বিষয়ের জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসেবে তিনি দেবকেই বেছে নিয়েছেন। বলাই বাহুল্য দেবের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে পরিচালক হিসেবে সুজিতবাবু নিজে প্রচন্ড খুশি এবং পরিতৃপ্ত।

পছন্দের পরিচালক, পছন্দের লেখক, পছন্দের নায়ক, সংগীতশিল্পী তথা পছন্দের চিত্রাভিনেতার ক্ষেত্রে সুজিত বাবু জানিয়েছেন যে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন নির্দিষ্ট সংগীতশিল্পী, পরিচালক বা চিত্রাভিনেতা নেই ।সময়ের

সাথে সাথে সেগুলো পরিবর্তিত হতে থাকে সর্বদা এবং ভবিষ্যতেও হয়তো পাল্টে যাবে। এই প্রসঙ্গে সুজিত বাবু জানিয়েছেন দিন যত অগ্রসর হচ্ছে এই সমস্ত বিষয়গুলিতে মানুষ নতুনত্বের উপহার দিচ্ছে। তাই নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে পছন্দের ক্ষেত্রে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে ইচ্ছুক নন।

সুজিত দত্ত বাংলায় প্রথম পরিচালক যিনি কয়লা খনির দৃশ্য এবং কয়লা খনিকে কেন্দ্র করে গল্প কে এত সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছেন তখাদানদ সিনেমার মাধ্যমে। বলাই বাহুল্য তারই মাধ্যমে কয়লা খনির জীবন চিত্র উঠে এসেছে আপামর দর্শকদের কাছে। তিনি তখাদানদ লিখতে লিখতে সিনেমার প্রধান চরিত্র অর্থাৎ শ্যাম মাহাতোর জন্য দেবের কথাই ভেবেছিলেন। সুজিত বাবু হিন্দি ছবি পাঠান, জাওয়ান, এবং কেজিএফ এর ও প্রশংসা করেছেন। তার মতে এই সমস্ত ফিল্মগুলি না থাকলে মাস ইন্টারটেনমেন্টের ছবির জোরদার প্রত্যাবর্তন কখনোই সম্ভব হতো না। সুজিতবাবুর পছন্দের খাবার আলু সেদ্ধ ভাত ঘি সহযোগে। তিনি বলেছেন এই খাবারটি তিনি রোজই আনন্দ সহকারে খেতে রাজি আছেন।

সম্প্রতি তার উদ্যোগে মগজমারি নামে একটি নতুন লেখকদের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা চালু করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই উদ্যোগের মূল কান্ডারী সুজিত দত্ত।। এই নতুন প্রকল্পটির উদ্দেশ্য কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রতিভাবান লেখক লেখিকাদের মূল্যবান গল্পগুলির মধ্যে সেরা গল্পগুলি নির্বাচন করে তাদের স্ক্রিপ্টিং করতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের গল্পগুলিকে বিভিন্ন প্রযোজকের কাছে পাঠানো। এই বিষয়টি নব প্রজন্মকে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে, আরো উন্নততর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। বাংলা কমার্শিয়াল মুভির স্বর্ণযুগ ফিরে আসতে পারে যে সমস্ত সিনেমা নির্মাতা বা চলচ্চিত্র নির্মাতার হাত ধরে তাদের মধ্যে সুজিত দত্ত একটি অন্যতম নাম হিসেবে পরিচিত হয়েছে।